Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 27, 1433 Bangla, June 10, 2026, Wednesday, No. 155, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has described UN peacekeeping missions as a unique initiative for ensuring global peace, stability, and human security. (Jago News: 11)

Prime Minister Tarique Rahman has ordered swift disciplinary action against those responsible for repeatedly extending of government project deadline. (R. Today: 18)

Finance Minister has said FY 2026-27 budget has been prepared keeping interests of people from all sections of society in mind. (R. Today: 19)

Government is considering providing special benefits for renewable energy, content creators, and freelancers in next budget. (Jago News: 13)

Government and Bangladesh Bank have taken several steps to recover money illegally laundered abroad, protect the capital market, and address growing risks of defaulted loans, and borrowing from banks. (Jago News: 12)

Prime Minister's Information and Broadcasting Adviser has confirmed that recent border "push-ins" is a matter of India's domestic politics rather than a deliberate tactic to pressure Bangladesh. (Jago News: 15)

Russia has agreed to a proposal to increase manpower exports from Bangladesh to 100,000 by next year. (R. Today: 22)

UN has expressed concern over arrests of women in Afghanistan's Herat province for allegedly violating a "dress code" and called on Taliban authorities to stop it. (DW: 08)

Iran has accused ticket irregularities to prevent Iranian fans from attending the World Cup. (BBC: 06)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ২৭, বাংলা ১৪৩৩, জুন ১০, ২০২৬, বুধবার, নং- ১৫৫, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি অনন্য উদ্যোগ। (জাগো নিউজ: ১১)

বার বার প্রকল্পের মেয়াদবৃদ্ধি কার জন্য হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর। (রে. টুডে: ১৮)

দেশের মানুষের সুবিধা-অসুবিধা এবং জীবনযাত্রার মানের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই নতুন অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। (রে. টুডে: ১৯)

আগামী বাজেটে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বিশেষ সুবিধা রাখার কথা চিন্তা করছে সরকার। (জাগো নিউজ: ১৩)

বিদেশে অবৈধভাবে পাচার করা অর্থ পুনরুদ্ধার, পুঁজিবাজার রক্ষা এবং ব্যাংকে ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ ও ঋণ গ্রহণজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক। (জাগো নিউজ: ২২)

সীমান্তে ভারতের পুশ-ইনের বিষয়টি ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়, বাংলাদেশকে চাপে রাখতে করছে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা। (জাগো নিউজ: ১৫)

বাংলাদেশ থেকে আগামী বছরের মধ্যে জনশক্তি রপ্তানি ১ লাখে উন্নীত করার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে রাশিয়া। (রে. টুডে: ২২)

আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে 'পোশাকবিধি' না মানার অভিযোগে নারীদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তালেবান কর্তৃপক্ষের প্রতি তা বন্ধের আহ্বান জাতিসংঘের। (ডয়েচে ভেলে: ০৮)

ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানি সমর্থকদের উপস্থিতি বাধাগ্রস্ত করতে টিকিট নিয়ে অনিয়ম করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইরান। (বিবিসি: ০৬)

বিবিসি

ভারত থেকে কেন সীমান্ত দিয়ে মানুষজনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা?

ভারত থেকে বাংলাদেশে গত কয়েকদিন একাধিকবার লোক ঠেলে পাঠানোর বা 'পুশ-ইন'-এর চেষ্টা দেখা গেছে। বিভিন্ন সীমান্তে একাধিকবার এমন চেষ্টা প্রতিহত করার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে বিজিবির বাধার মুখে তাদের কেউই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে কোনো কোনো সীমান্তে এরকম ব্যক্তিদের শূন্যরেখা ও নো-ম্যানস-ল্যান্ডে অবস্থান করতে দেখেছেন বিবিসির সংবাদদাতাও। সম্প্রতি বাংলাদেশের লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নওগাঁ, ঝিনাইদহ, নীলফামারী, নেত্রকোনা, মেহেরপুরসহ নানা জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ দুই শতাধিক মানুষকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী- বিএসএফ বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ঠিক তখনই, যখন ৮ জুলাই থেকে দিল্লিতে বিজিবি ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়েছে, যা চলবে ১১ জুন পর্যন্ত। সেখানকার আলোচনাতেও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে 'পুশ-ইন-পুশ-ব্যাক' ইস্যু। প্রশ্ন উঠছে, কেন এখন সীমান্তে এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে?

সীমান্তে যা ঘটছে

সোমবার ৮ জুন সকালে কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্ত দিয়ে ১০-১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর আগে, গত ৬ জুন শুক্রবার নওগাঁ জেলার সাপাহার সীমান্ত এলাকা দিয়ে নয়জন নারী, আটজন পুরুষ ও তিনজন শিশুসহ মোট ১৭ জনকে এভাবে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়।। ওইদিন সন্ধ্যায় বিজিবি ১৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাসুম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়ার গেট দিয়ে 'পুশ-ইন' করেছে। 'পুশ-ইন' করার পর আমাদের টহল দল তা দেখে ফেলে এবং তাদেরকে ইন্ডিয়ার অংশের জিরো লাইনে ঠেলে পাঠায়।" সেদিন আরও কয়েকটি সীমান্ত থেকে একদিনেই ৬০ জনকে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। এর আগে, ৪ জুন বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে ২৪ ঘণ্টায় বিএসএফ কর্তৃক অবৈধভাবে 'পুশ-ইনের' ১০টি পৃথক অপচেষ্টাকে ঠেকানো হয়েছে। সেসব ঘটনায় অন্তত ৯০ জনকে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারত এটা কেন করছে?

সাম্প্রতিক 'পুশ-ইনের' ঘটনাগুলোকে শুধু সীমান্ত ব্যবস্থাপনার বিষয় হিসেবে দেখছেন না বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, এর সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকা নিয়ে চলমান বিতর্ক এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বর্তমান বাস্তবতারও যোগসূত্র রয়েছে। বিশেষ করে, ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হয়েছে। তখন দুই পক্ষেই ভিসা কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে এবং দুই দেশের রাজনীতিবিদরা একে অপরকে আক্রমণ করে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলেছে। এ বিষয়ে এমদাদুল ইসলাম বলেন, "আমাদের দিক থেকেও কিছু আনওয়ান্টেড কথা বলা হয়েছে। যেমন, সেভেন সিস্টার্সের বিষয়ে আমাদের দায়িত্বশীল এবং দায়িত্বের বাইরের মানুষও বিভিন্ন মন্তব্য করেছে। এগুলোর ফলশ্রুতি এই 'পুশ-ইন'।" এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নাগরিকত্ব যাচাই, ভোটার তালিকা পর্যালোচনা এবং অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রচারণার অন্যতম বিষয় ছিল কথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো। যেহেতু নির্বাচনে এটা তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা জন্য বা বাস্তবায়নের চেষ্টা দেখানোর জন্য এটা করছে বলে মনে করছেন এমদাদুল ইসলাম। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতের ভেতরে বাংলাদেশি বলে ৯০ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 'পুশ-ইনের' প্রক্রিয়া তখন থেকেই শুরু হয়েছিল উল্লেখ করে মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলছিলেন, "পশ্চিমবাংলার নির্বাচনের আগে ৯০ লাখ লোককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য এক পক্ষ থেকে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।"

প্রক্রিয়া মেনে হস্তান্তর চায় বাংলাদেশ

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত মাসে ঘোষণা দিয়েছিলেন, যারা ভারতে অবৈধপথে এসেছিলেন, তারা 'স্বেচ্ছায়' ফিরে যেতে চাইলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দেওয়া হবে না। তবে ওই ঘোষণার আগেই সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য অনেক মানুষ প্রতিদিন হাজির হচ্ছেন সাতক্ষীরা আর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত অঞ্চলে, মে মাসের শেষ দিকে বিষয়টি সরেজমিন দেখেছেন বিবিসির প্রতিবেদক অমিতাভ ভট্টশালী। সেসময় সীমান্তে জড়ো হওয়া কথিত বাংলাদেশিরা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে

'অনুপ্রবেশকারীদেরকে' ধরছে, জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেখানকার পুলিশ-প্রশাসন যেমন কড়াকড়ি করছে, বাড়িওয়ালারাও আর থাকতে দিতে চাইছে না। সে কারণেই সুযোগ পেয়ে তারা এখন 'নিজেদের দেশ' বাংলাদেশে ফেরত আসতে চাইছেন। বাংলাদেশের বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতে যেমন অনেক বাংলাদেশি অবৈধভাবে বসবাস করছেন, বাংলাদেশেও অনেক ভারতীয় অবৈধভাবে এসে থাকছেন। উভয় দেশেরই উচিত, এদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো। সোমবার ৮ জুন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদও বলেছেন, "বাংলাদেশে যদি ভারতীয় কোনো ইলিগ্যাল (অবৈধ) সিটিজেন (নাগরিক) থাকে বা ভারতে যদি বাংলাদেশের কোনো ইলিগ্যাল সিটিজেন থাকে, তাদেরকে ফেরত আনা এবং আমাদের ভারতীয়দের ফেরত দেওয়ার একটি মেকানিজম (প্রক্রিয়া) বিদ্যমান আছে।" "সেই বিদ্যমান মেকানিজমটা, ডিপ্লোমেসিটা অবলম্বন করেই ভারতকে আমাদের সাথে কাজ করতে হবে এবং কথা বলতে হবে এবং বাংলাদেশও সেটা করবে।"

শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তরে বাধা কোথায়?

সকল মহল থেকে 'পুশ-ইন' প্রসঙ্গে বারবার 'যথাযথ' প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সেটি কী? এ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. সাহাব এনাম খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকলেও সেটি মূলত অপরাধী বা রাজনৈতিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অবৈধ অভিবাসীদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) বা নির্দিষ্ট কাঠামো নেই। ভারত জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ নয়, বাংলাদেশ আবার তাতে স্বাক্ষর করেছে। তাই, বাংলাদেশ সেই কনভেনশনের নীতিমালা অনুসরণ করে। ফলে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন বিবেচনায় নিতে হয়েছে। কিন্তু ভারতের কাছে অভিবাসন ও শরণার্থী-সংক্রান্ত বিষয়গুলো সাধারণত 'কেস-টু-কেস' বিবেচনা করা হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এ কারণে আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে অবৈধ অভিভাসীদেরকে চিহ্নিত করে ফেরত দেওয়া, এটা ভারত ও বাংলাদেশের মাঝে গড়ে ওঠেনি।" বিশ্বের অনেক দেশ, যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, অবৈধ অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠালেও সেখানে একটি নির্দিষ্ট ও স্বীকৃত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যেমন- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় যাচাই, প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগ, আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর। তবে এসব ক্ষেত্রে ভারত অনেক সময় প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে কাজ করে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কারণ, ভারতের অভ্যন্তরীণ আইনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কিছু ক্ষেত্রে বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিক মামলা ছাড়াও কাউকে সীমান্ত পার করে দেওয়ার সুযোগ থাকে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণের তেমন কোনো চাপ বা বাধ্যবাধকতা নেই বলে তিনি মনে করেন। তবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বারবার যে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেটি মানে হলো বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা এবং চিহ্নিত ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট দেশের কাছে জমা দেওয়া। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

কী থাকবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যুক্ত হতে যাওয়া নতুন চার বিষয়ের মধ্যে?

২০২৮ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যে নতুন শিক্ষাক্রম চালুর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার, সেখানে নতুন আরও চারটি বিষয় যুক্ত করা হবে। সেগুলো হলো- আনন্দময় শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। শিক্ষার্থীদেরকে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয় দুটি চতুর্থ শ্রেণি থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। আর মাধ্যমিক স্তরে পা রাখার পর, অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে তাদেরকে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা' এবং 'আনন্দময় শিক্ষা' বা 'লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস' পড়তে হবে। নতুন শিক্ষাক্রমে বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি ভাষা শিক্ষায়ও গুরুত্ব দেওয়া হবে। সোমবার আটই জুন বিকেলে এসব তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

কী থাকবে এসব বিষয়ে

সোমবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। মঙ্গলবার মাহদী আমিন ও ববি হাজ্জাজ, উভয়ের সাথে কথা বলে বিবিসি বাংলা। আনন্দময় শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা- মানে কী, মূলত কী থাকবে এগুলোতে, কারা পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, এসব জানতে চাওয়া হয় তাদের কাছে। এসব প্রশ্নের জবাবে ববি হাজ্জাজ খেলাধুলা ও সংস্কৃতি বিষয় দুটো নিয়ে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, স্কুলে স্কুলে বিভিন্ন খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চা চালু থাকলেও এগুলোর কোনোটিই বর্তমান শিক্ষাক্রমের অংশ না এবং আগেও কখনও ছিল না। কিন্তু ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সবসময় শিক্ষাক্রমে থাকা উচিত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সেজন্যই সরকার যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয় দুটোকে শিক্ষাক্রমে যুক্ত করবে। তবে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে সবগুলো বিষয় প্রথম দিন থেকেই কার্যকর করতে পারবে না সরকার। "যেমন, আমরা প্রাথমিকে আটটি খেলা যুক্ত করতে চাই। কিন্তু একবারে এটি সম্ভব না। তাই, আমরা চেষ্টা করবো অন্তর দুই-তিনটি খেলাকে যোগ করতে," বলছিলেন তিনি।

এসব বিষয় পড়ানোর জন্য সরকারের প্রস্তুতি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "২০২৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষাক্রমে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি যুক্ত হবে এবং সেখানে দুই-তিনটি বিষয় শেখানো হবে। কিন্তু ২০২৮ সালের শিক্ষাক্রম পুরোপুরিভাবে

পরিবর্তন করবে সরকার।" এর আগে, সোমবার আটই জুন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনও সাংবাদিকদের বলেছেন, স্বল্প সময়ে শিক্ষাক্রম পুরোপুরি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সে কারণে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে ২০২৮ সাল থেকে নতুন শিক্ষাক্রম চালুর লক্ষ্যে কাজ চলছে। যদিও ২০২৮ সাল থেকে একেবারে সব শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন হবে, না কি ধাপে ধাপে হবে, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয় দু'টো নিয়ে ববি হাজ্জাজ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, ২০২৭ সালে শিক্ষাক্রমে যেসব নতুন বিষয় ও উদ্যোগ চালু করা হবে, সেগুলো মূলত পরীক্ষামূলক বা পাইলট পর্যায়ের অংশ। এসব কর্মসূচির সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়নের ভিত্তিতেই ২০২৮ সালের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্রমের কাঠামো চূড়ান্ত করা হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার একদিন পরেই লেবাননের এক শহরের বাসিন্দাদের সরে যেতে বলল ইসরায়েল

ইরানের ওপর হামলা আপাতত বন্ধ থাকবে, এমন ঘোষণা দেওয়ার একদিন পরেই লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি শহরের বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছে ইসরায়েল। হেজবুল্লাহ যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করেছে, তাই তাদের জোরালো জবাব দেওয়া হবে বলে ইসরায়েলের একজন মুখপাত্র দাবি করেছেন। সাধারণত কোনো স্থানের বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়ার পর সেখানে ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালিয়ে থাকে। এবারের নির্দেশনাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবিসি সংবাদদাতারা বলছেন, কারণ এবার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একটি এলাকাকেও খালি করতে বলা হয়েছে। সোমবারই ইরানের পর ইসরায়েলও ঘোষণা দিয়েছিল, আপাতত তারা হামলা বন্ধ করছে। তবে তেহরান আবার হামলা চালালে তারাও হামলা চালাবে। অন্যদিকে ইরান ঘোষণা দিয়েছিল, তারাও যুদ্ধবিরতি করছে। তবে লেবাননে ইসরায়েলি হামলা চললে তারাও জবাব দেবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ এলিনা)

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় তিনজনের মৃত্যু

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হওয়ার খবর দিয়েছে দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যম। মঙ্গলবার লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা 'ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি' – এর বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে বিবিসি উর্দু। ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি বা এনএনএ এর তথ্য মতে, টায়ার শহরের পূর্ব দিকে মাসাকেন আল-শাবিয়া এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় বেশ কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছেন উদ্ধারকর্মীরা। এছাড়া এই হামলার ঘটনায় আরও দুইজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি করেছে লেবানিজ ওয়েবসাইট 'লোরিয়েন্ট টুডে'। এনএনএ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, টায়ারের উত্তর-পূর্বের পার্বত্য এলাকা কাফর রামান শহরে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় আরও দুইজন নিহত হয়েছেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে লেবাননের নাবাতীয়া এবং কাফর সাইর এলাকায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে এবং জাবশীত এলাকায় কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। এর আগে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সোমবার জানিয়েছিল যে, দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন; যার মধ্যে নাবাতীয়া জেলার সাতজন এবং টায়ার শহরের পাঁচজন রয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশে বিশ্বকাপ ফুটবল কারা দেখাবে, কত টাকায় চুক্তি হলো?

বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি বেসরকারি দুটি টেলিভিশন এবং তিনটি মোবাইল ফোন অপারেটর আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপ বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য সম্প্রচার করবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিটিভির পাশাপাশি বেসরকারি টেলিভিশন টি স্পোর্টস এবং সময় টেলিভিশন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা সম্প্রচার করবে। এছাড়া গ্রামীণফোন, বাংলালিংক এবং রবির সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এবছর ফিফার সঙ্গে চুক্তিমূল্য নির্ধারণ হয়েছে তিন দশমিক ৮৫ মিলিয়ন ডলার বা ৪৭ কোটি টাকার কিছু বেশি। এক্ষেত্রে ভ্যাট ও আয়করসহ মোট প্রায় ৬৩ কোটি ৭৯ লাখ ৯৩ হাজার ১২৫ টাকা ব্যয় হবে বলেও জানান তিনি। মি. চৌধুরী দাবি করেন, অতীতে বিশ্বকাপ সম্প্রচার স্বত্ব অর্জনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ ছিল। এবারও বিশ্বকাপ সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ফিফা থেকে স্বত্ব কিনে নেওয়া একটি প্রতিষ্ঠান চুক্তির জন্য প্রথম দিকে প্রায় ২০০ কোটি টাকা দাবি করেছিল বলেও জানান তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ এলিনা)

ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে রকেট হামলার দাবি হেজবুল্লাহর

দক্ষিণ লেবাননের দিকে এগোতে থাকা ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর রকেট হামলা চালানোর দাবি করেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী, হেজবুল্লাহ। সামাজিক মাধ্যম টেলিগ্রামে দেওয়া এক আপডেটে হেজবুল্লাহ জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী বায়্যাদা শহর থেকে বায়ত আল-সাইয়দ এর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু "ধারাবাহিক রকেট হামলার" মুখে ইসরায়েলি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয় বলেও দাবি করা হয়েছে। এই সংঘাত নিয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েল। তবে দেশটির সেনাবাহিনী দক্ষিণ লেবাননে তাদের স্থল অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তাদের ভাষ্যমতে, উত্তর ইসরায়েলে হেজবুল্লাহর হামলা বন্ধ করার লক্ষ্যেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ এলিনা)

ইসরায়েলি হামলায় দুই ইরানি সেনা নিহত

ইসরায়েলি হামলায় ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুই সদস্য নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে ইরানি সংবাদমাধ্যম। নিহত ওই দুই সেনার নাম বাহমান হোসেইনি এবং আলিরেজা আবিরি। মঙ্গলবার তেহরানে তাদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "দেশের আকাশসীমা রক্ষার দায়িত্ব পালনরত অবস্থায়" তারা নিহত হন। সোমবার নতুন করে হামলা চালানোর পর ইরানি সামরিক বাহিনীর হতাহতের এটিই প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। উল্লেখ্য যে, এর আগে ইরানি সংবাদমাধ্যম তেহরানসহ অন্যান্য শহরে ইসরায়েলি হামলার খবর জানিয়েছিল। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ টিকিট নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ইরানের

ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানি সমর্থকদের উপস্থিতি বাধাগ্রস্ত করতে টিকিট নিয়ে অনিয়ম করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইরান। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের দেওয়া এক বিবৃতির বরাত দিয়ে বিবিসি ফার্সি জানিয়েছে যে, ইরানের সমর্থকদের কাছে টিকিট বিক্রির জন্য, দেশটির ফুটবল ফেডারেশনকে বরাদ্দ দেওয়া কোটা বাতিল করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, বিশ্বকাপের খেলা শুরু হতে তিন দিনেরও কম সময় বাকি থাকতে যুক্তরাষ্ট্র "২৩তম বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইরান জাতীয় দলের তিনটি ম্যাচের ভেন্যুতে ইরানি সমর্থকদের উপস্থিতি বাধাগ্রস্ত করার" চেষ্টা করছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ফিফার নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচের টিকিটের প্রায় ৮ শতাংশ সংশ্লিষ্ট দেশের ফুটবল ফেডারেশনকে বরাদ্দ করা হয়, যাতে সমর্থকরা অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে তা কিনতে পারেন। ইরান ফুটবল ফেডারেশনও সেই অনুযায়ী জাতীয় দলের ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু করেছিল, কিন্তু এখন জানানো হয়েছে যে সেই কোটা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বর্তমানে ফেডারেশনের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। ফেডারেশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানি সমর্থকদের এই আইনি ও অফিসিয়াল টিকিট কোটা থেকে বঞ্চিত করা "আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মূল চেতনা এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে সমতার নীতির পরিপন্থী।" এ বিষয়ে ফিফা বা মার্কিন আয়োজকদের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এর আগে, ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ইরানের কিছু সাপোর্ট স্টাফের যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে বাধার কথাও উল্লেখ করেছিল ইরান ফুটবল ফেডারেশন। আগামী ১৫ই জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে ইরান।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ এলিনা)

রেডিও তেহরান

শর্ত মানলে স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন আ.লীগের নেতা-কর্মীরা : উপদেষ্টা জাহেদ

নির্বাচনসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ করতে পারলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতে কোনো সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ব্যক্তি হিসেবে যে কেউ এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন এবং এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আজ (মঙ্গলবার) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সমসাময়িক কর্মকাণ্ড নিয়ে আয়োজিত এক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। সামনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু হতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা বা ঘোষণা দিয়েছেন, এ বিষয়ে সরকার তাদের সুযোগ দেবে কি না, সংবাদ সম্মেলনে তা জানতে চান সাংবাদিকরা। যেহেতু এই নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হতে যাচ্ছে, তাই সরকারের অবস্থান কী হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, “কোনো রকমের সমস্যা নেই। একজন ব্যক্তি যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান, তিনি যদি আওয়ামী লীগের হয়েও নির্দলীয় থাকেন, তাও পারবেন। কারণ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়, এখানে কেউই দলের কথা বলবেন না।” তবে প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট শর্তের কথা উল্লেখ করে ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, “একজন নির্দলীয় ব্যক্তি আসলেন, কিন্তু তিনি যদি তার প্রচারণায় আওয়ামী লীগ বা তাদের দলের যা যা বলার সেগুলো বলেন, সেটা কিন্তু সমস্যা হবে। এর বাইরে নির্দলীয় ব্যক্তি নির্বাচনটি করার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া (শর্ত) আছে, সেটা যদি তিনি পূরণ করতে পারেন, তাহলে তিনি নির্বাচন করতে পারেন। নিশ্চয়ই পারেন।” যদি নির্বাচনে অংশ নেওয়া কারও আওয়ামী লীগের দলীয় পদ-পদবি থাকে, সে ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান কী হবে- এমন এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, “আওয়ামী লীগ সংগঠনের কর্মসূচি যেহেতু নিষিদ্ধ আছে (সংগঠন নিষিদ্ধ নেই), তাই এই পোস্ট পজিশন (পদ-পদবি) তিনি আসলে ব্যবহার করছেন না এবং করতে পারেন না। ব্যক্তি হিসেবে কেউ যদি নির্বাচনের শর্তে যা আছে, সেটা পূরণ করতে পারেন, তাহলে তিনি নির্বাচন করতে পারেন। এ ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে বাধা দেওয়ার কোনো কারণ নেই।”

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৬.২০২৬ নারগীস)

যুক্তরাষ্ট্রের ইরান-বিরোধী খসড়া প্রস্তাবের পরিণতি সম্পর্কে রাশিয়ার হুঁশিয়ারি; প্রস্তাবটি লজ্জাজনক

ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত আইএইএর নির্বাহী বোর্ডে উত্থাপিত যুক্তরাষ্ট্রের ইরান-বিরোধী খসড়া প্রস্তাবটিকে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছেন এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। ইরানিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত মিখাইল উলিয়ানভ সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বোর্ড অফ গভর্নরসে উত্থাপিত যুক্তরাষ্ট্রের ইরান-বিরোধী খসড়া প্রস্তাবটিকে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করে সতর্ক করে বলেছেন, এই পদক্ষপ আগ্রাসীদের পক্ষ থেকে ভুক্তভোগীর উপর দায় চাপিয়ে দিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধির ইঙ্গিত। উলিয়ানভ আরও বলেন, এই খসড়াটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটাভুটির জন্য জমা দেওয়া হয়নি। আমি জানি না, তারা তা করবে কি না, কারণ ইরানের উপর চলমান মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার প্রেক্ষাপটে এই ধরনের পদক্ষেপ টেবিলে রাখা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইরান-বিরোধী খসড়া প্রস্তাবে ইরানকে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক স্থাপনা ও সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদের ভাগ্য সম্পর্কে সংস্থাটির কাছে ব্যাখ্যা দিতে এবং যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবেশাধিকার প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৬.২০২৬ নারগীস)

শত্রু যদি তার অপকর্মের পুনরাবৃত্তি করে, আমাদের ব্যবস্থা আরও কঠোর হবে : আমির হাতামি

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সেনাবাহিনীর প্রধান সতর্ক করে বলেছেন, ইসরায়েলি আগ্রাসনের দায় যুক্তরাষ্ট্রের এবং শত্রু যদি তার অপকর্মের পুনরাবৃত্তি করে, তবে ইরানের ব্যবস্থা আরও কঠোর হবে। ইরনাকে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, শত্রুর বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন এবং মহান ইরানি জাতির ১০০ দিনের প্রতিরোধ ও দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সেনাবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি এই বার্তা দিয়েছেন। তিনি ইরানের জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, প্রিয় ইরানি জাতি! শত্রুরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আবারও প্রমাণ করেছে, তারা কোনোভাবেই যুদ্ধবিরতি ও চুক্তি মেনে চলে না। হে জ্ঞানী জাতি, রাজপথে আপনাদের এই মহিমান্বিত উপস্থিতি সম্মানিত ইসলামী মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য জনগণের সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আপনাদের সন্তান ও ভাইয়েরা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সারিতে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করতে এবং গর্বিত ইসলামী ইরানের গৌরব ও স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আপনাদের ১০০ দিনের প্রতিরোধ ও দৃঢ়তা হলো জাতীয় ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং ইরানের ঐক্য ও সহনশীলতার শিখর জয় এবং মরহুম ইমাম খামেনির নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় সংহতি ও পবিত্র ঐক্যের এক সুস্পষ্ট বার্তা। এটি সেইসব বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ ইরানের চূড়ান্ত জবাব, যারা এই পবিত্র ভূমির স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং আমাদের সম্মানিত জনগণের সম্মান ও নিরাপত্তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৬.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

ইসরায়েল ও ইরান হামলা স্থগিত করলেও সতর্কবার্তা জারি করেছে

গত দুই দিনে ইসরায়েল এবং ইরান পরস্পরের উপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের থামতে বলার পর দেশ দুটি হামলা স্থগিত করেছে। তবে, ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে হামলা অব্যাহত রেখেছে, যা পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে। আল জাজিরা জানিয়েছে, সোমবার উপকূলীয় শহর টায়ারে ইসরায়েলি বাহিনীর একটি গাড়িতে হামলার ফলে অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দক্ষিণ লেবাননের কয়েকটি অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য সতর্কতা জারি করেছে। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস বলছে, দক্ষিণ লেবাননে হামলার প্রতিশোধ হিসেবে তারা ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। অন্যদিকে, ইসরায়েলি সামরিকবাহিনী জানিয়েছে, তারা ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানাসহ বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। ট্রাম্প সোমবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন যে, উভয় পক্ষকে অবিলম্বে "গুলি চালানো" বন্ধ করতে হবে। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় কমান্ড সামরিক অভিযান স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। তবে লেবাননে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর উপর ইসরায়েল হামলা অব্যাহত রাখলে তারা পুনরায় হামলা শুরু করবে। এদিকে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও সোমবার একটি সতর্কবার্তা জারি করেছেন। তিনি বলেন, "যদি এই সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থা আবার আমাদের উপর হামলা করার ভুল করে, তবে আমরা শক্তি প্রয়োগ করে তার জবাব দেবো। কারণ ইসরায়েলের নিজস্ব আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং আমরা প্রয়োজন মতো তা প্রয়োগ করি।"
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

ফিলিস্তিনের বেসামরিক নাগরিকরা 'সব পক্ষেরই শিকার': জাতিসংঘের কমিশন

জাতিসংঘের এক তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের বেসামরিক নাগরিকরা অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলিদের ব্যাপক নৃশংসতা এবং গাজায় হামাসের 'ভয়ভিত্তিক শাসনের' মধ্যে আটকা পড়েছেন। আজ মঙ্গলবার প্রকাশ করা পূর্ব জেরুসালেম ও ইসরায়েলসহ অধিকৃত ফিলিস্তিনি

ভূখণ্ড বিষয়ক জাতিসংঘের স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় এক বিবৃতিতে বলা হয়, এ অঞ্চলের সংঘাতের সঙ্গে জড়িত সব পক্ষেরই 'মানবাধিকার আইনের পদ্ধতিগত ও ইচ্ছাকৃত গুরুতর লঙ্ঘনের শিকার' হচ্ছেন ফিলিস্তিনিরা। কমিশন এ সিদ্ধান্তেও পৌঁছায় যে, গাজা যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড 'গণহত্যা' হিসেবে গণ্য হওয়ার আইনি মানদণ্ড পূরণ করেছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রনি)

আফগানিস্তান : তালেবানের প্রতি পোশাকের কারণে নারীদের গ্রেপ্তার বন্ধের আহ্বান

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের হেরাত প্রদেশে 'পোশাকবিধি' না মানার অভিযোগে নারীদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তালেবান কর্তৃপক্ষের প্রতি তা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সহায়তা মিশন (ইউএনএএমএ) জানায়, স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে হেরাত প্রদেশে অন্তত ২১ জন নারী ও কিশোরীকে আটক করা হয়। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হলেও তালেবান কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। রোববার গভীর রাতে এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে ইউএনএএমএ বলে, ''পোশাকবিধি না মানার অভিযোগে হেরাতে বেশ কয়েকজন নারীকে গ্রেপ্তার ও আটকের ঘটনায় ইউএনএএমএ উদ্বিগ্ন। বিষয়টি মানবাধিকার নিয়ে গুরুতর উদ্বেগের জন্ম দেয়।'' পোস্টে আরো বলা হয়, ''আমরা ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সব মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা রয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই আইনত সমান অধিকারের দাবিদার।'' স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে এক নির্দেশনার মাধ্যমে 'উপযুক্ত হিজাব' ছাড়া নারীদের জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল তালেবান। সেই নিষেধাজ্ঞার পরই নারী ও কিশোরীদের আটকের ঘটনাগুলো ঘটে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত ওই নির্দেশনায় বলা হয়েছিল, মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখলে, প্রসাধনী ব্যবহার করলে কিংবা যে-কোনোভাবে পোশাকবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রনি)

প্রধান শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় আটজনের নামে মামলা

শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলা সদরের ডামুড্যা পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুজিৎ কর্মকারকে মারধরের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ওই শিক্ষক বাদী হয়ে শরীয়তপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন। মামলায় আটজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৯ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও চাঁদা দাবির জন্য মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছে। গতকাল সোমবার আদালতের বিচারক আব্দুল্লাহ আল হাসিব মামলাটি আমলে নিয়ে এফআইআরের নির্দেশ দেন। গত রোববার সকালে বিদ্যালয়ের ফটকে প্রধান শিক্ষক সুজিৎ কর্মকারকে কয়েকজন তরুণ বিদ্যালয়ে প্রবেশে বাধা দেন। পরে তাকে মারধর করে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলে দেওয়া হয়। এ ঘটনার কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ডামুড্যা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে বলেন, ''প্রধান শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আদালতে মামলা হয়েছে, এমন কথা শুনেছি। সেখান থেকে কোনো কাগজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। আদালত মামলা এফআইআর করার নির্দেশনা দিলে আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবো।'' ডামুড্যা থানা ও বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা সদরে অবস্থিত ডামুড্যা পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সুজিৎ কর্মকার ২০১৩ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। দুই বছর আগে স্থানীয় একটি পক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়। ওই পক্ষ তার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের হেনস্তার অভিযোগ তোলে। ওই বিরোধের জেরে ২০২৪ সালে সরকার পতনের পর প্রধান শিক্ষক সুজিৎ কর্মকারের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বরের পর তিনি আর বিদ্যালয়ে যাননি। বিভিন্নভাবে ছুটি কাটিয়ে আসছিলেন। রোববার সকালে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় সুজিৎ কর্মকার বিদ্যালয়ের ফটকের সামনে যান। এ সময় অটোরিকশা থেকে নামার পর কয়েকজন তরুণ তাকে মারধর করেন। তারা তাকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেননি। পরে মারধর করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। আহত শিক্ষককে তার স্বজনেরা চিকিৎসার জন্য শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। গতকাল দুপুরে তিনি শরীয়তপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। ডামুড্যা পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুজিৎ কর্মকার প্রথম আলোকে বলেন, ''দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের ভেতর ও বাইরের একটি পক্ষ আমার ওপর নানা ধরনের চাপ প্রয়োগ করে আসছিল। ওই চক্রের সদস্যরা রোববার আমাকে বেধড়ক মারধর করেছেন। আমি বাধ্য হয়ে তাদের বিপক্ষে আইনগত পদক্ষেপ নিয়েছি।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রনি)

৬ বিষয় বাতিলের উদ্যোগের খবরের ভিত্তি নেই: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জহিরুল ইসলাম বলেন, ''এই ধরনের খবরের কোনো ভিত্তি নেই। শিক্ষা মন্ত্রণলায় এধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া তো দূরের কথা, চিন্তাও করছে না।''তিনি বলেন, ''কোনো একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ভুয়া খবরটি ছড়াচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা বা বৈঠকও হয়নি।'' ''আপনি বাংলাসহ যে বিষয়গুলো বাতিল হচ্ছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ার কথা বলছেন ওই বিষয়গুলো বাদ দিয়ে উচ্চশিক্ষা কীভাবে চলবে! এগুলো বাদ দেয়া যায় নাকি?'' বলেন যুগ্ম সচিব জহিরুল ইসলাম। অনার্স (স্নাতক সম্মান) পর্যায় থেকে বাংলা, ইতিহাস ও দর্শন বিষয় বাদ

দেয়ার খবর 'ভিত্তিহীন' বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। মঙ্গলবার সচিবালয়ে একনেক সভা শেষে সাংবাদিকদের বিষয়টি জানান তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ''কোনো বিষয় বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি। চাহিদা অনুযায়ী অনার্সে নতুন বিষয় যুক্ত করার পর্যালোচনা চলছে। সেই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে নেওয়া প্রকল্প নিয়ে একনেকে আলোচনা হয়েছে।'' তবে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, ''অনার্স পর্যায়ে বাংলা, ইতিহাস ও দর্শন থাকবে। তবে সব জায়গায় থাকবে কি না তা নিয়ে আলোচনা চলছে।'' সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে উপস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''বৈঠকে শিক্ষার নতুন মডেল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বাংলা, ইতিহাস বা দর্শন বাদ দেয়ার কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'' এদিকে শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত কর্মকর্তা নুরুল দীপুও সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, বাংলা, ইতিহাস ও দর্শনসহ ছয়টি বিষয় বাতিলের যে খবর প্রকাশ হয়েছে তা ঠিক নয়। অনার্স পর্যায়ে ওই বিষয়গুলো বাতিলের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এধনের কোনো চিন্তাও নেই। তিনি কোনো খবর পরিবেশনের আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিশ্চিত হওয়ার অনুরোধ করেছেন। জনমনে বিভ্রান্তি ছাড়ায় এধরনের কোনো খবর পরিবেশন থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছেন। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের অনলাইনে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন খসড়া মডেল অনুযায়ী বাংলা, ইতিহাস, দর্শনসহ প্রায় ছয় বিষয়ের অনার্স কোর্স বাতিল করা হচ্ছে। এসব বিষয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।খবরের সূত্র হিসেবে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কথা বলেছে। কিন্তু তার নাম বা পদবি প্রকাশ করা হয়নি প্রতিবেদনে। সোমবার শিক্ষার নতুন মডেল নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন। তিনিও তখন সেখানে অনার্স পর্যায়ে কোনো বিষয় বাদ দেয়ার কথা বলেননি। তিনি নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, ''আমরা প্রথমত বিদ্যমান শিক্ষাক্রমকে সঠিকভাবে পরিমার্জন করে, বাস্তব সম্মতভাবে এটাকে রিভাইজ করে এই ২০২৭ সালে দিচ্ছি। আর টোটাল চেইঞ্জ যেটা আশা করছেন, সেটা আমরা কাজ শুরু করেছি। ২০২৮ সালে গিয়ে আপনারা সেটা দেখতে পারবেন, এখন নয়। কারিকুলাম খুব সুন্দর হচ্ছে এবং চারটি নতুন বিষয় যুক্ত হচ্ছে।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

হেলিকপ্টার হারানোর জবাব দিতে ইরানের ওপর আমেরিকার হামলা শুরু

আবারও ইরানের ওপর তারা হামলা শুরু করেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। এ হামলা 'আত্মরক্ষার্থে' করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সেন্টকম। মঙ্গলবার (৯ জুন) আল জাজিরা তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, সেন্টকম আরও জানিয়েছে, গতকাল মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি এএইচ-৬৪ আক্রমণাত্মক হেলিকপ্টার হারানোর জবাব হিসেবে তারা এ হামলা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমার মনে হয় জবাব দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা আমাদের একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছে, এখন আমরা যা বলি তা করে দেখাচ্ছি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজকে তিনি আরও বলেন, আমি আরও মনে করি জবাব এটার মতো কঠোর ও শক্তিশালী হওয়া উচিত। এদিকে সেন্টকমের এ ঘোষণার পরপরই ইরানের বার্তা সংস্থা ফার্স দেশটির হরমোজগান প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণের তথ্য দিয়েছে। সূত্রের বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানায়, এ সময় প্রদেশটিতে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল। মার্কিন প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সোমবার (৮ জুন) হরমুজ প্রণালির কাছে মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি এএইচ-৬৪ আক্রমণাত্মক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

নজরদারি বাড়ছে ডিজিটাল লেনদেনে, আসছে টিআইএন-বিআইএন শর্ত

দেশে করজাল সম্প্রসারণ, ডিজিটাল লেনদেনে নজরদারি বৃদ্ধি এবং ব্যবসাকে আরও আনুষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনতে এবারের বাজেটে একগুচ্ছ নীতিগত পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকার। এর মধ্যে ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট পরিচালনায় ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর (বিআইএন) বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ রয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন উৎসাহিত করতে বিভিন্ন খাতে কর-শুল্ক ছাড়, প্রণোদনা এবং কর প্রশাসনে সংস্কারের পরিকল্পনাও করছে সরকার।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, করের আওতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভবিষ্যতে নতুন ও বিদ্যমান উভয় ধরনের ব্যাংক হিসাবের জন্য টিআইএন বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। তবে শিক্ষার্থী, সরকারি ভাতাভোগী এবং গেজেটের মাধ্যমে কর অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় রাখার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৭ কোটি ব্যাংক হিসাব থাকলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিসাবধারীর কোনো টিআইএন নেই। সরকার মনে করছে, ব্যাংক হিসাবের সঙ্গে কর শনাক্তকরণ নম্বর যুক্ত হলে আর্থিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ সহজ হবে এবং কর ফাঁকির সুযোগ কমে আসবে। একই ধারাবাহিকতায় এমএফএস খাতেও আসছে নতুন বাধ্যবাধকতা। বিকাশ, নগদ, রকেট কিংবা উপায়ের মতো প্ল্যাটফর্মে মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যবসায়ীদের বৈধ

বিআইএন অথবা বিআইএন নিবন্ধনের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। ভ্যাট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে পরিচালিত ব্যবসার কার্যক্রমকে কর কাঠামোর আওতায় আনার উদ্দেশ্যেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১০ লাখ মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট রয়েছে। যদিও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের একটি অংশের আশঙ্কা, অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার সম্প্রসারণে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

জনসেবায় আস্থা অর্জনের মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণ করতে হবে: ডিসি জাহিদ

সরকারি সেবার মান উন্নয়ন ও জনপ্রত্যাশা পূরণে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা। তিনি বলেছেন, জনগণ যাতে সহজে, দ্রুত ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা পায় সে পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত মানুষের আস্থা অর্জনের একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। মঙ্গলবার (৯ জুন) নগরের পিটিআই সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত 'গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি ও করণীয়' শীর্ষক জেলা পর্যায়ের অর্ধবার্ষিক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্প' এর আওতায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন এ সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক (উপসচিব) গোলাম মোহাম্মদ মইনুদ্দিন। সভায় জেলার ১৫টি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), সহকারী কমিশনার (ভূমি), ১৯১টি ইউনিয়নের ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ইপসার পরিচালক (সামাজিক উন্নয়ন) নাছিম বানু শ্যামলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের জেলা ব্যবস্থাপক সাজেদুল ইসলাম আনোয়ার ভূঁইয়া। জেলা প্রশাসক বলেন, বিভিন্ন সভা-সেমিনারে পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলেও বাস্তবে মানুষের জীবনে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনা গেছে, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। জনগণ কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে কি না, সেটিও মূল্যায়ন জরুরি। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের কাছ থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণের পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে প্রত্যেকের উচিত নিজের কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, প্রতি বুধবার জেলা প্রশাসনের গণশুনানিতে বিপুলসংখ্যক মানুষ বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ নিয়ে আসেন। এসব সমস্যার অনেকগুলোই স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভব ছিল। দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ইসলামী ব্যাংক-জামায়াত ইসলাম 'ইসলাম' নয়, মির্জা ফখরুল ইসলামও 'ইসলাম' নয়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'ইসলামী ব্যাংক ইসলাম নয়, আমাদের মির্জা ফখরুল ইসলামও ইসলাম নয়, আবার জামায়াতে ইসলামও ইসলাম নয়।' মঙ্গলবার (৯ জুন) জাতীয় সংসদে বিভিন্ন নোটিশের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জামায়াত ইসলাম নাকি ব্যাংকের মালিক না। আবার তারা বলছে ইসলামের ওপর হাত দেবেন না। কয়দিন আগে জামায়াতে ইসলামের এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে, সে এ কথা বলেছে। আমি তার নাম নিলে আবার এখানে (সংসদ) তিনি দাঁড়াতে পারেন। এছাড়া জামায়াতের দুইজন এমপিও ছিলেন, তাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। এদের একজন পরাজিত এমপি, আরেকজন জামায়াত নেতা ছিলেন।' তিনি বলেন, 'তারা বলে দিচ্ছেন ইসলামের ওপর হাত দেবেন না। স্পিকার- ইসলামী ব্যাংক ইসলাম নয়, আমাদের মির্জা ফখরুল ইসলামও ইসলাম নয়; জামায়াতে ইসলামও ইসলাম নয়। সুতরাং সবকিছুতেই ইসলামের ওপর হাত দেবেন না, দোহাই দেওয়া কিন্তু ঠিক নয়।' সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, 'স্পিকার আমি এবার পয়েন্ট টু পয়েন্টে আসি। এখন একবার যেই ব্যাংক আজান দিয়ে দখল করা হলো, সেই ব্যাংকের দখলটা দখল হয়ে যাবে? এই যাতনা তো আমরা বুঝি। সুতরাং যারা পর্দার আড়ালে থেকে গ্রাহক বলে রাস্তায় আন্দোলন করছে। ভিডিওটা দেখেন তাদের রাজনৈতিক পরিচয়। আমাদের মধ্যে অনেকে গ্রাহক আছে। গ্রাহককে বলা হচ্ছে বলেন আপনার অ্যাকাউন্ট আছে।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন: স্পিকারকে আবু তাহের

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সরকারি ও বিরোধী দলের বক্তব্যের ক্রম ও সময় নির্ধারণকে কেন্দ্র করে স্পিকার ও বিরোধীদলীয় উপনেতার মধ্যে তীব্র বাগবিতণ্ডা ও অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (৯ জুন) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের ৬৮ বিধিতে আলোচনার সময় এ ঘটনা ঘটে। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। পূর্বনির্ধারিত নামের তালিকায় আকস্মিক পরিবর্তন আনা হয়েছে- এমন অভিযোগ তুলে স্পিকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলের উপনেতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আবু তাহের। একপর্যায়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য বর্জনের ঘোষণা দেন। অন্যদিকে, স্পিকার সংসদীয় রীতিনীতি ও উভয় পক্ষের চিফ হুইপদের বিশেষ অধিকারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি ছোটখাটো কার্যপ্রণালীগত বিতর্ক এড়িয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে দেশের চলমান ব্যাংকিং খাতসংক্রান্ত মূল আলোচনায় মনোযোগ

দেওয়ার জন্য সংসদকে আহ্বান জানান। অধিবেশনের শুরুতেই সরকারি দলের পক্ষ থেকে চিফ হুইপ ও মন্ত্রীদের বক্তব্যের সময় বণ্টন নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, আপনারাই তালিকা দিয়েছেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এটা একটা স্পষ্ট বিষয়। আমাদের তরফ থেকে এই বিষয়টা পরিষ্কারভাবে শোনার জন্য, আমাদের পক্ষ থেকে এখানে আমরা দুজন মাননীয় সদস্য এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী দুজন বক্তব্য রাখবেন। ওখান থেকে মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

বিশ্বশান্তিতে শান্তিরক্ষীদের অবদান অনন্য: প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষে বিশ্বের সব শান্তিরক্ষীর প্রতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি অনন্য উদ্যোগ। মঙ্গলবার (৯ জুন) নিজের ফেসবুক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংঘাত, সহিংসতা ও মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সাহস, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন শান্তিরক্ষীরা। পোস্টে তিনি দায়িত্ব পালনকালে নিহত শান্তিরক্ষীদের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। একই সঙ্গে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শান্তিরক্ষী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা পেশাদারত্ব, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা শুধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের সুনামই বৃদ্ধি করেনি বরং বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ফেসবুক পোস্টে নারী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীরা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দক্ষতা, নেতৃত্ব ও পেশাগত সক্ষমতার মাধ্যমে তাঁরা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছেন। এটি নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। প্রধানমন্ত্রী তার পোস্টে বলেন, পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখবে। তিনি শান্তি, মানবতা ও সম্প্রীতির মূল্যবোধ ধারণ করে উন্নত ও নিরাপদ বিশ্ব গঠনে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্বালানি ও সারে সাড়ে ৪২ হাজার কোটি টাকার বাড়তি ভর্তুকি প্রয়োজন

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত শুধু তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার এ চার খাতে ৪২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভর্তুকির প্রয়োজন হতে পারে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। মঙ্গলবার (৯ জুন) জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রশ্নোত্তরে এ তথ্য জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অধিবেশনের শুরুতে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অর্থমন্ত্রী বলেন, চার খাতের মধ্যে তেলে প্রায় ১০ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা, গ্যাসে ১১ হাজার ১৭০ কোটি টাকা, বিদ্যুতে ১৯ হাজার ৮২১ কোটি টাকা এবং সারে প্রায় ১ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে। সরকার সাধারণ জনগণ, কৃষি ও উৎপাদন খাতকে সুরক্ষা দিতে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তাৎক্ষণিক ও সম্ভাব্য উভয় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এখন পর্যন্ত এ প্রভাব প্রধানত জ্বালানি, সার, আমদানি ব্যয়, পরিবহন ব্যয়, মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, প্রবাসী আয় এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বেশি দৃশ্যমান। তবে খাতভিত্তিক প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার তথ্য সমন্বয় করা প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল, এলএনজি ও সারের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি ব্যয় ও উৎপাদন ব্যয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি বিদ্যুৎ, পরিবহন, কৃষি ও শিল্প খাতের ব্যয় বাড়াতে পারে, যা পরোক্ষভাবে বাজারদর ও মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

অর্থ সংকটে নাজেহাল বিপিসি

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে জ্বালানি তেলের দামে অস্থিরতার প্রভাব নানাভাবে পড়েছে দেশের জ্বালানি খাতে। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেলের বর্ধিত অস্বাভাবিক ব্যয় সামলাতে গিয়ে মারাত্মক অর্থ সংকটে পড়েছে তেল বিপণনে একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। দেশের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি দামে কিনে কম দামে জ্বালানি তেল বিক্রি করতে গিয়ে নাজেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানা যায়। যুদ্ধের শুরু থেকে প্রথম তিন মাসে প্রায় পৌনে ১৩ হাজার কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে দেশে তরল পেট্রোলিয়াম জ্বালানি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণনে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। অর্থ সংকট মোকাবিলায় বিগত তিন মাসে দেওয়া লোকসানের ১২ হাজার ৭৩৭ কোটি টাকা ভর্তুকি হিসেবে পুনর্ভরণ চেয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে চিঠি দিয়েছে বিপিসি। চিঠিতে যুদ্ধ শুরুর আগের মতো কর নেওয়া কিংবা পুরোপুরি কর অব্যাহতি চাওয়া হয়েছে। অর্থাভাবে

ব্যাংকগুলো জ্বালানি আমদানির ঋণপত্র খুলতে অনীহা দেখাচ্ছে বলেও ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিপিসির দুই কর্মকর্তা জাগো নিউজকে জানান, গত তিন মাসে জ্বালানি বিক্রিতে বড় অঙ্কের লোকসানের ভার সামলাতে ইতোমধ্যে ইআরএল-২ সহ বিপিসির কয়েকটি প্রকল্পের জন্য ব্যাংকে গচ্ছিত প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা ভাঙাতে হয়েছে। এটি বাদেও গত ছয় বছরে উদ্বৃত্তের সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয়েছে বিপিসিকে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

পাচারের অর্থ উদ্ধার ও খেলাপি ঋণ আদায়ে নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ

বিদেশে অবৈধভাবে পাচার করা অর্থ পুনরুদ্ধার, পুঁজিবাজার রক্ষা এবং ব্যাংকে ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ, ঋণ জালিয়াতি ও প্রভাবশালী মহলের ঋণ গ্রহণজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। মঙ্গলবার (৯ জুন) জাতীয় সংসদে ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেনের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ কথা বলেন। বিকেল ৩টায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। অর্থমন্ত্রী বলেন, অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিভিন্ন জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করে বিদেশে পাচার করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে দেশে বা বিদেশে সঠিক, পর্যাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য তথ্য বা প্রতিবেদনের অভাবে পাচার করা অর্থের প্রকৃত ও সঠিক পরিমাণ নিরুপন করা অত্যন্ত কঠিন। তবে এটা সত্য, বিগত সরকারের আমলে বিপুল অঙ্কের অর্থ বিভিন্ন দেশে পাচার করা হয়েছে। এ অর্থ পুনরুদ্ধারে সরকার সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নিয়েছে। আমির খসরু জানান, বিদেশে অবৈধভাবে পাচার করা অর্থ উদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সভাপতিত্বে ১২ সদস্যের আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই টাস্কফোর্স এর সদস্য সংস্থাগুলো হলো- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট।

ঋণখেলাপিদের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, বড় ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আমানতকারীদের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন নীতিগত সহায়তা দিয়েছে। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রহীতাদের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে বিআরপিডি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, যেসব ব্যাংকে শ্রেণিকৃত ঋণের হার বেশি, সেসব ব্যাংকের জন্য শ্রেণিকৃত ঋণ নিষ্পত্তি কৌশলসংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাংক-কোম্পানি (সংশোধন) আইনে সংজ্ঞায়িত ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিআরপিডি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। ওই নীতিমালার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি শনাক্তকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

সাত মামলায় দীপু মনির জামিন কেন নয়, জানতে চেয়ে রুল হাইকোর্টের

রাজধানীর পল্টন থানার মারধরের ঘটনায় করা একটি মামলায় হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন সাবেক মন্ত্রী ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মনি। তবে হত্যার অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় করা আরও সাতটি মামলায় কেন তাকে জামিন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (৯ জুন) হাইকোর্টের বিচারপতি খায়রুল আলম ও বিচারপতি একেএম রবিউল হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে এদিন দীপু মনির পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী রমজান আলী শিকদার। আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে এ আইনজীবী জাগো নিউজকে বলেন, আটটি মামলায় হাইকোর্টে দীপু মনির জামিন আবেদন করা হয়েছিল। এর মধ্যে মারধরের ঘটনায় পল্টন থানার মামলায় তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আর হত্যার অভিযোগে তেজগাঁও, বাড্ডা ও যাত্রাবাড়ী থানায় করা পৃথক সাতটি মামলায় কেন তাকে জামিন দেওয়া হবে না, এ মর্মে রুল জারি করেছেন আদালত। রমজান আলী শিকদার আরও জানান, বর্তমানে ডা. দীপু মনির বিরুদ্ধে মোট ৩৮টি মামলার তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে দুটি মামলা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। বাকি মামলাগুলোর মধ্যে দুটিতে হাইকোর্ট রুলসহ জামিন দিয়েছেন। এছাড়া ১৩টি মামলায় জামিনের প্রশ্নে রুল জারি করা হয়েছে। ডা. দীপু মনি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ইসলামী ব্যাংকের ভবিষ্যৎ বিএনপির হাতে শতভাগ নিরাপদ: অর্থমন্ত্রী

ইসলামী ব্যাংকের ভবিষ্যৎ বিএনপির হাতে শতভাগ নিরাপদ বলে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিএনপির বিগত সরকারগুলোর ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, সে সময় ম্যাক্রো ইকোনোমিক স্ট্যাবিলিটি সবচেয়ে সতেজ ছিল। আমরা সেই আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই কাজ করছি। মঙ্গলবার (৯ জুন) বিকেলে জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় (বাজেট) অধিবেশনে ৬৮ বিধিতে এক সাধারণ আলোচনার ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রমের সভাপতিত্বে এ অধিবেশনে 'দেশের অর্থনীতি, ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা এবং কোটি কোটি গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ইসলামী

ব্যাংক বাংলাদেশের শেয়ারসমূহ বৈধ ও প্রকৃত মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় অন্যায় হস্তক্ষেপ বন্ধ' করার দাবিতে আলোচনার প্রস্তাব করেন বিরোধীদলীয় নেতা ড. শফিকুর রহমান। ইসলামী ব্যাংককে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিপদে ফেলে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, কোনো ব্যাংকের চেয়ারম্যান পরিবর্তনের কারণে গ্রাহকরা টাকা তুলে নিয়ে যায়, বিশ্বে এমন কোনো নজির নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ইসলামী ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে অর্থনীতি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের অর্থনীতি মাটির সঙ্গে মিশে যাবে বলে সতর্ক করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ড. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, জোরজবরদস্তি করে যাদের কাছ থেকে ব্যাংকটির শেয়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো অবিলম্বে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি, এস আলম গ্রুপের অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মঙ্গলবার (৯ জুন) বিকেলে জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় (বাজেট) অধিবেশনে ৬৮ বিধির সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে এ কথা বলেন ড. শফিকুর রহমান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। সংসদে 'দেশের অর্থনীতি, ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা এবং কোটি কোটি গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের শেয়ারগুলোর বৈধ ও প্রকৃত মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় অন্যায় হস্তক্ষেপ বন্ধ' করার দাবিতে এ আলোচনার প্রস্তাব করেন বিরোধীদলীয় নেতা। আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের জবাব দেন ড. শফিকুর রহমান। শেয়ারহোল্ডারদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, কীভাবে তারা শেয়ারহোল্ডার হয়েছেন সেটা পরে দেখা যাবে। এটা পরে কেন? এটা তো আগেই এক্সপোজড, সারা দুনিয়া জানে। এ ব্যাংক থেকে এস আলম তার নিজের নামেই ৮২ হাজার কোটি টাকা নিয়েছেন। আর সমুদয় যে শেয়ার তিনি কিনেছেন, যার মাধ্যমে তিনি ৮২ শতাংশের মালিক হয়েছেন, সেগুলোর মূল্য হচ্ছে মাত্র ১২ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ তিনি শুধু কইয়ের তেল দিয়ে কই ভাজেননি, সন্যাশও ভেজেছেন। সব ব্যাংক থেকে ডাকাতি করা টাকায় তিনি শেয়ার কিনেছেন। একটি বিশেষ এজেন্সির মাধ্যমে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে যুগ যুগ ধরে ব্যাংকের সঙ্গে থাকা প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তরে বাধ্য করা হয়েছিল। এভাবেই ব্যাংকটিকে ডাকাতি করে দেউলিয়া করেছে বিগত সরকার।' ব্যাংকটিতে অবৈধ নিয়োগ প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, '১০ হাজার কর্মচারীকে সামান্য কোনো নিয়মনীতি না মেনে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে, কোনো পরীক্ষা ছাড়াই ফ্যাসিস্ট আমলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। একটি কাগজে কেউ না কেউ সই করে দিয়েছে। ৫ আগস্টের পর আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তাদের সবাইকে আবার পরীক্ষায় বসার জন্য ডাকা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, বিনা পরীক্ষায় চাকরি নিয়েছেন, এখন নিয়মের মধ্যে পরীক্ষায় আসুন। কিন্তু তারা কেউ আসেনি।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

বাজেটে সৌরবিদ্যুৎ, ফ্রিল্যান্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য 'বড় সুখবর'

আগামী ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বাজেটেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বিশেষ সুবিধা রাখার কথা চিন্তা করছে বিএনপি সরকার। এসব খাতকে এগিয়ে নিতেই সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো, ডিজিটাল অর্থনীতিকে উৎসাহ দেওয়া এবং গণপরিবহনকে আরও সাশ্রয়ী করতে বাজেটে একাধিক কর ও শুল্ক সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এর মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ খাতে বড় ধরনের শুল্ক-কর ছাড়, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়কর অব্যাহতি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের ওপর উৎসে কর প্রত্যাহার এবং মেট্রোরেলের ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। জানা গেছে, আগামী বাজেটে সৌরবিদ্যুৎ সম্প্রসারণে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর বিদ্যমান উচ্চ শুল্ক-কর উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর উদ্যোগ নিতে পারে সরকার। বর্তমানে কিছু যন্ত্রাংশে মোট শুল্কভার ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত থাকলেও নতুন বাজেটে তা ১৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা চলছে। এছাড়া সৌরবিদ্যুৎ খাতে আয়কর অব্যাহতি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সরকার ২০৩৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনার্স কোর্স বন্ধের সিদ্ধান্ত নেই: ভিসি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনার্স কোর্স বন্ধের সিদ্ধান্ত নেই বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। মঙ্গলবার (৯ জুন) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই তথ্য নিশ্চিত করেন। ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে ভিসি জানান, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনার্স কোর্স বন্ধের ব্যাপারে সরকার কিংবা আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেই।' এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন খসড়া মডেল অনুযায়ী বাংলা, ইতিহাস, দর্শনসহ প্রায় ৬ বিষয়ের অনার্স কোর্স বাতিল করা হচ্ছে এবং এসব বিষয়

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।' এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর নেটিজেনদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তবে দাবিটি পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় নিয়ে হাইকোর্টের রায় স্থগিত, আপিল শুনানি ১৬ জুন

তিন মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের জন্য স্বাধীন পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় স্থগিত করে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ১৬ জুন দিন ঠিক করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (৬ জুন) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ৪ সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষের আপিল আবেদনের শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস (কাজল)। এদিন শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে হাইকোর্টের রায়টি স্থগিত চান। এর পর শুনানি নিয়ে আরও শুনানি ও আদেশের আগামী ১৬ জুন পরবর্তী দিন ঠিক করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ-হত্যা: 'কনডেম সেলে' ঠাঁই হলো সোহেল-স্বপ্নার

রাজধানীর পল্লবীতে ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর প্রধান আসামি সোহেল রানাকে কেরানীগঞ্জে ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে কাশিমপুর মহিলা কারাগারে ফাঁসির আসামিদের 'কনডেম সেলে' রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ জুন) দুপুরে কারা অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সোহেলকে কেরানীগঞ্জে ও স্বপ্নাকে কাশিমপুর মহিলা কারাগারে ফাঁসির আসামিদের সঙ্গে কনডেম সেলে রাখা হয়েছে। ফাঁসির অন্য আসামিরা যেভাবে থাকেন, তাদেরও একইভাবে রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ফাঁসির আসামিদের সাধারণত একা রাখা হয় না। কারণ রায়ের পর তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে খারাপ থাকে। আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটাতে পারে। এজন্য সবার সঙ্গে রাখা হয়। সাধারণত ফাঁসির একটি সেলের আয়তন বিবেচনায় ২ থেকে ৫ জনকে একসঙ্গে রাখা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

টাঙ্গাইলে থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৪

টাঙ্গাইলের সখীপুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশবোঝাই ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কায় ৪ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ জুন) ভোরে উপজেলার কালিয়া ইউনিয়নের কালিয়া ঘোনারচালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- জামালপুর জেলার বকশিগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা আব্দুল হাকিম মিয়ার ছেলে ও পিকআপের চালক নূরনবী (৬৪), নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার পলাশের ছেলে হেলপার রফিকুল (১৮), নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার এরশাদের ছেলে সাগর (২২) ও ভোলা সদর উপজেলার মো. সেলিমের ছেলে সুমন (২৬)। এরা সবাই মুরগিবাহী পিকআপে ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার লক্ষীন্দর গ্রামের আফসার আলী মণ্ডলের ছেলে মো. জহিরুল ইসলাম (৪০)। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে সড়কের পাশে বাঁশবোঝাই একটি ট্রাক দাঁড়ানো ছিল। এসময় একই দিক থেকে আসা মুরগিবাহী একটি পিকআপ পেছন থেকে ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই এর চালকসহ চারজন নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

বারবার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে বিরক্ত প্রধানমন্ত্রী

বার বার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ব্যয় বৃদ্ধিতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন তারেক রহমান। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি কার জন্য হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) মঙ্গলবার (৯ জুন) ৩ হাজার ৮৯০ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ৩ হাজার ৮১০ কোটি ৬২ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৮০ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয় কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। একনেক সভায় খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের তৃতীয় সংশোধনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। বারবার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। যে কারণে প্রকল্পটি অনুমোদন না দিয়ে একনেক সভা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কার কারণে প্রকল্পটিতে বার বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একনেক সভায় প্রকল্পের খরচ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া প্রকল্পের অধিকাংশ খরচ বা ব্যয় অস্বাভাবিক বলে মত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এলজিইডি-পিডাব্লিউডিসহ সব বিভাগের রেট সিডিউল এক না হওয়ায় বিরক্ত প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ জন্য দ্রুত সময়ে রেট সিডিউল একীভূত করার তাগিদ দিয়েছেন তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

অনার্সে ছয় বিষয় না থাকার সংবাদ নিয়ে যা বললেন তথ্য উপদেষ্টা

সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর আগ পর্যন্ত স্নাতকে (অনার্স) বাংলা, ইতিহাস ও দর্শনসহ ছয় বিষয় না থাকা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। মঙ্গলবার (৯ জুন) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান। জাহের উর রহমান বলেন, 'অনার্স বাতিল হচ্ছে কিছু বিষয়ে, এটা আমি নিউজ হিসেবে দেখেছি। আমাদের সরকারের দিক থেকে অফিসিয়ালি জানানোর আগ পর্যন্ত, এ রকম কোনো নিউজকে আমি গুরুত্ব না দেওয়ার জন্যই বলবো।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

পুশ-ইন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, বাংলাদেশকে চাপে রাখতে নয়

সীমান্তে ভারতের পুশ-ইনের বিষয়টি বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির এবং দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। এটি তারা বাংলাদেশকে চাপে রাখতে করছে না বলেও জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার (৯ জুন) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা একথা জানান। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তে পুশ-ইনের বিষয়ে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশে যেটা করার চেষ্টা করছে...আমরা নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ফলো করেছি। সেখানে নির্বাচনে একটা ইস্যু ছিল এটা। এটা তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপার, যেটার খানিকটা চাপ আমাদের ওপরে আসছে। আমি এভাবে মনে করি না যে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো একটা টেনশন তৈরির জন্য ভারতীয় সরকার এটা করছে। পশ্চিমবঙ্গে যে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে নির্বাচিত হয়ে, তাদের নির্বাচনের এক ধরনের প্রতিশ্রুতি ছিল।' তিনি বলেন, 'তাদের (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) একটা রাজনীতি আছে সেটারই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ এটা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি- বাংলাদেশে নতুন যে সরকার আসছে তার সঙ্গে ভারতের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন কথাবার্তা বলেছি, আমার নিজেরও কিছু কথাবার্তা হয়েছে, তারা বাংলাদেশের সঙ্গে ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে ড. ইউনূস সরকারের সঙ্গে যে ধরনের পরিস্থিতি ছিল, সেটা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চান। দুই দেশই চায় সেটা। সেজন্য আমি মনে করি যে সংকটটা প্রাইমারিলি দেখা যাচ্ছে, এটার একটা সমাধান দ্রুত হবে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

গ্রাহকের অজান্তে ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন, সিআইডির হাতে গ্রেফতার

গ্রাহকের অজান্তে তার নামে ইস্যু করা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম সারোয়ার হোসেন (৪০)। তিনি একটি বেসরকারি ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা বলে জানিয়েছে সিআইডি। মঙ্গলবার (৯ জুন) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এসব তথ্য জানান। তিনি জানান, তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্লেষণ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশান থানার ৩২ নম্বর রোডের কমার্শিয়াল কোভ ভবন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে সারোয়ার হোসেন একটি স্বনামধন্য ব্যাংকে সিনিয়র রিলেশনশিপ অফিসার (কার্ড সেলস, রিটেইল ব্যাংকিং) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ওই সময় এক গ্রাহক তার নামে ক্রেডিট কার্ডের আবেদন করেন। পরে প্রয়োজন না হওয়ায় গ্রাহক কার্ডটি ব্যাংকে ফেরত দিলেও সারোয়ার সেটি জমা না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

পোশাক কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে কচুক্ষেতে সড়ক অবরোধ

রাজধানীর কচুক্ষেত এলাকায় একটি পোশাক কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। তাতে করে সড়কে সোয়া ঘণ্টা ধরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশ বলছে, কচুক্ষেতের তামান্না কমপ্লেক্সে অবস্থিত ইউনিফর্ম টেক্সটাইল কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মীরা প্রথমে নেমে সড়কের একপাশ অবরোধ করে মানববন্ধন করেন। খানিকবাদে তারা দুই পাশেই অবস্থান নিলে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে অফিস শুরুর সময়ে যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন ওই পথে চলাচলকারীরা। মঙ্গলবার (৯ জুন) সকাল সোয়া ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নেন বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশের পল্লবী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) তানিয়া সুলতানা। তিনি বলেন, শ্রমিকদেরকে বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে দুই পাশেই যান চলাচল শুরু হয়; পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। কিছু সময় সড়ক বন্ধ থাকায় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

প্রতিরক্ষা খাতে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা আরও বেগবান হবে, আশা বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম ও বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। তিন সদস্যের প্রতিনিধিদলের এই সাক্ষাৎ মঙ্গলবার (৯ জুন) ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা

হয়। বিশেষ করে দুই দেশের মধ্যে সামরিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়ে তারা বিস্তারিত আলোচনা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিরোধী দল: ইশরাক

সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ এবং রাজনৈতিক ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যে বিরোধী দল বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন। তিনি বলেছেন, সরকার ও বিএনপিকে বেকায়দায় ফেলতে নানা ধরনের কথা বলা হচ্ছে। তবে দেশের সাধারণ মানুষ সচেতন এবং দেশের জন্য কারা মঙ্গলজনক, তারা তা ভালোভাবেই বোঝেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার (৯ জুন) পুরান ঢাকার সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টারে দুস্থদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ইশরাক হোসেন এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অনেক রাজনৈতিক নেতা মনে করেন তারা খুব বেশি বোঝেন, আর সাধারণ মানুষ কিছু বোঝে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো দেশের শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষই সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারেন দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে। তাদের বোকা বানানোর কোনো সুযোগ নেই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগের লিফলেট তৈরির অভিযোগে মহিলা লীগ নেত্রীসহ আটক ২

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লিফলেট তৈরির অভিযোগে মহিলা লীগ নেত্রীসহ দুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। সোমবার (৮ জুন) রাতে উপজেলা সদরের এএইচ শপিং কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে। আটকরা হলেন- বক্তপুর এলাকার বাসিন্দা সাবেক ইউপি সদস্য ও মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী সুমি আক্তার এবং কম্পিউটারের দোকানের কর্মী উজ্জ্বল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি কম্পিউটারের দোকানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের লিফলেট প্রস্তুত করা হচ্ছে- এমন তথ্য পেয়ে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সেখানে যান। পরে তারা সুমি আক্তার ও উজ্জ্বলকে আটক করে ফটিকছড়ি থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ১০ হাজার কোটি টাকা সহায়তা চায় ইসলামী ব্যাংক

চেয়ারম্যান নিয়োগকে কেন্দ্র করে চলমান অস্থিরতার মধ্যে তারল্য চাপ সামাল দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ১০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ সহায়তা চেয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে এ সংক্রান্ত আবেদন করেছে দেশের বৃহত্তম শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকটি। ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ঈদের ছুটির পর গত রোববার পর্যন্ত পাঁচ কার্যদিবসে ব্যাংকটিতে জমার তুলনায় প্রায় ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা বেশি উত্তোলন হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এ অঙ্ক অনেক বেশি। চলমান পরিস্থিতির কারণে একাংশ গ্রাহক আমানত তুলে নিচ্ছেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সূত্রগুলো বলছে, অতিরিক্ত নগদ উত্তোলনের ফলে ব্যাংকটি আবারও বিধিবদ্ধ নগদ সংরক্ষণ (সিআরআর) বজায় রাখতে চাপে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে তারল্য সংকট মোকাবিলা ও আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখা চলতি হিসাবে এখনো তাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ রয়েছে। তবে সিআরআর ঘাটতির আশঙ্কা এবং গ্রাহকদের চাহিদা নির্বিঘ্নে পূরণের লক্ষ্যে বিশেষ সহায়তার আবেদন করা হয়েছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, কিছুদিন আগেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ব্যাংকটির চলতি হিসাবে ৭ হাজার ১৫ কোটি টাকার বেশি ছিল। সাম্প্রতিক উত্তোলনের চাপে তা কমে প্রায় ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

পল্লবীর শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টে

রাজধানীর পল্লবীতে সাত বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় বিচারিক আদালতের রায়ের ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) নথিপত্র হাইকোর্টে এসে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার (৯ জুন) দুপুরে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আসে ডেথ রেফারেন্স নথিপত্র। এর আগে বিচারকের সইয়ের পর মামলার ডেথ রেফারেন্স সংক্রান্ত নথিপত্র হাইকোর্টে পাঠানো হয়। এই রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি ৬৯ পৃষ্ঠা এবং আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারের ডেথ রেফারেন্স ৩ পৃষ্ঠাসহ মোট ৭২ পৃষ্ঠার নথি উচ্চ আদালতে আসে। তার আগে পল্লবীতে সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় গত রোববার (৭ জুন) ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকীন মামলার দুই আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুনকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন। রায়ে আসামি সোহেল রানাকে ৫ লাখ ও স্বপ্নাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা ওই শিশুর আইনগত উত্তরাধিকারকে দিতে বলা হয়েছে। আসামিরা জরিমানার টাকা না দিলে কালক্টরেট অফিসকে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও তা বিক্রি করে শিশুর আইনগত উত্তরাধিকারদের দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে স্বল্প সময়ে কোনো মামলার রায় ঘোষণা হলো। তবে আসামিদের সাজা কার্যকরে আইনগত কয়েকটি ধাপ রয়েছে। উচ্চ আদালতে ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) ও আপিল নিষ্পত্তির পর কার্যকর হবে রায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

৮ লাখ ৩৯ হাজার ৫০৫ কোটি টাকার ছায়া বাজেট দিলো জামায়াত

বিরোধীদল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৮ লাখ ৩৯ হাজার ৫০৫ কোটি টাকার একটি জাতীয় বিকল্প বা ছায়া বাজেট পেশ করেছে। এতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জনপ্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে। মঙ্গলবার (৯ জুন) রাজধানীর মগবাজারে আল ফালাহ মিলনায়তনে জামায়াতের পক্ষ থেকে জনমুখী বাজেট প্রস্তাবনা শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ বাজেট উপস্থাপন করা হয়। দলের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা-১২ আসনের সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম খান মিলন বাজেট উপস্থাপন করেন। বাজেটের বরাদ্দ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মোট বাজেটের ২৪ দশমিক ০৯ শতাংশ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে জনপ্রশাসন খাতে। টাকার অঙ্কে যা ২ লাখ ২ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা। এছাড়া শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১ লাখ ২৫ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা বা ১৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ রাখতে বাধ্য হয়েছে দলটি। এর পরিমাণ ১ লাখ ২৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা মোট প্রস্তাবিত বাজেটের ১৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৬৫ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা বা ৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ বরাদ্দের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

৪৪ ঘণ্টা পর ব্রহ্মপুত্রে ভেসে উঠলো রাইসার মরদেহ

কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলায় ব্রহ্মপুত্রে গোসলে নেমে নিখোঁজ রাইসা মনির (৮) মরদেহ দীর্ঘ ৪৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (৯ জুন) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের কাঁচকোল কেডিওয়ারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন নদীতীর থেকে স্থানীয়রা তার মরদেহ উদ্ধার করেন। নিহত রাইসা কাঁচকোল দক্ষিণ খামার এলাকার রাশেদুল ইসলামের মেয়ে এবং কাঁচকোল বাজার নবীজান নুরানী ও হাফিজিয়া মাদরাসার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। চিলমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নয়ন কুমার বলেন, ‘নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই ফায়ার সার্ভিস, নৌ-পুলিশ ও স্থানীয়দের সমন্বয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি জেনেছি।’
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার অসুস্থ শিশুর মা, ৩ সুইপার গ্রেফতার

নাটোর ২৫০ শয্যার হাসপাতালে কন্যা শিশুর চিকিৎসা নিতে এসে হাসপাতালের সুইপারদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক মা। এ ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর আগে ওই নারীর বাবা বাদী হয়ে মঙ্গলবার (৯ জুন) দুপুরে একটি মামলা করেন। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, চার দিন আগে নিজের অসুস্থ শিশুকন্যাকে নাটোর ২৫০ শয্যার আধুনিক সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করান ওই নারী। রোববার (৭ জুন) রাত ১০টার দিকে ওষুধ দেওয়ার কথা বলে তাকে ডেকে নিয়ে যান হাসপাতালেরে আউটসোর্সিং সুইপার অমিত। এরপর তাকে হাসপাতালের ছয়তলার সিঁড়িঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেন। সেই ভিডিও মোবাইলে ধারণ করেন অমিতের দুই সহযোগী ও হাসপাতালের আউটসোর্সিং সুইপার অনিল এবং প্রাঙ্গন। রাত ২টার দিকে শিশু ওয়ার্ডের দায়িত্বরত নার্স ও ওয়ার্ডবয়রা শিশুকে চার ঘণ্টা একা দেখে তার মাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন এবং দায়িত্বরত আনসার সদস্যের সাহায্য চান। পরে সবাই মিলে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে সিসি ক্যামেরা দেখে ছয়তলায় গিয়ে হাতেনাতে ধরা হয় ওই তিনজনকে। এ বিষয়ে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. আরশেদ আলী বলেন, ‘যারা ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের সঙ্গে জড়িত, তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।’ নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহমেদ বলেন, ‘এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত অব্যাহত আছে।’ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

বকেয়া পৌরকর আদায়ে ১৫ শতাংশ সারচার্জ মওকুফের ঘোষণা দক্ষিণ সিটির

বকেয়া পৌরকর আদায়ে ১৫ শতাংশ সারচার্জ মওকুফের বিশেষ সুযোগের ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। মঙ্গলবার (৯ জুন) নগর ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এই ঘোষণা দেন। ডিএসসিসির বাজার ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে করপোরেশনের মালিকানাধীন মার্কেট কমিটির সঙ্গে ওই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএসসিসি প্রশাসক। সভায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ ও ট্রেড লাইসেন্সসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন এবং করদাতাদের বকেয়া পৌরকর পরিশোধে উৎসাহিত করতে একটি বিশেষ ঘোষণা দেওয়া হয়। এ উদ্যোগের আওতায় আগামী ৩০ জুনের মধ্যে বকেয়া পৌরকর পরিশোধ করলে আরোপিত ১৫ শতাংশ সারচার্জ সম্পূর্ণ মওকুফ করা হবে। করদাতারা এই সুযোগ গ্রহণ করে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা ছাড়াই তাদের বকেয়া কর পরিশোধ করতে পারবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

‘টিআইবির প্রতিবেদন পত্রিকার কাটিং নির্ভর- মন্ত্রীর এ কথার ভিত্তি নেই’

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রকাশিত প্রতিবেদন শুধু পত্রিকার কাটিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হয় বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ যে মন্তব্য করেছেন এর কোনো ভিত্তি নেই বলে দাবি করেছে সংস্থাটি। ‘ত্রয়োদশ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিন: সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক টিআইবির প্রতিবেদন নিয়ে নানা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাটি মঙ্গলবার (৯ জুন) এ দাবি করেছে। টিআইবি এক বিবৃতিতে জানায়, তাদের প্রতিবেদনের কোনো কোনো বিষয়ে গণমাধ্যমে দেওয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, জাতীয় সংসদে আলোচনা ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়ার সংবাদে তারা অনুপ্রাণিত বোধ করছে। এমন প্রতিক্রিয়া টিআইবির প্রয়াসকে বিভিন্নভাবে ফলপ্রসূ করতে সহায়ক বলে মনে করে সংস্থাটি। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে টিআইবি তদন্ত করে না। টিআইবি কোনো তদন্ত সংস্থা নয়, মূলত গবেষণানির্ভর দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনবিষয়ক অধিপরামর্শ, জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা-ভিত্তিক পরিবর্তনপ্রত্যাশী একটি সংগঠন। সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত এবং স্বীকৃত গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের পরিসংখ্যান বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে টিআইবি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় যাচাই সাপেক্ষে, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

স্বচ্ছতা-জবাবদিহি ছাড়া কোনো বাজেটই কার্যকর হবে না: শফিকুর রহমান

সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ছাড়া কোনো বাজেটই কার্যকর হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার (৯ জুন) রাজধানীর মগবাজারের আল-ফালাহ মিলনায়তনে জামায়াত আয়োজিত 'জনমুখী বাজেট ২০২৬-২৭ প্রস্তাবনা' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। জামায়াত আমির বলেন, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা না গেলে কোনো সরকারের দেওয়া বাজেটই কার্যকর হবে না। জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা দেশকে ভালোবাসি বলেই জনগণের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের আলোকে কেমন বাজেট হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা জনগণের সামনে তুলে ধরছি। এটি কোনো চূড়ান্ত বাজেট নয়, বরং বাজেটের পূর্বধারণা বা প্রস্তাবনা।' তিনি জানান, দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীন সমাজ ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা করে আসছে। কিন্তু বারবার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেগুলোর অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে জনগণ হতাশ হয়েছে এবং পরিবর্তনের প্রত্যাশায় বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে জামায়াত আমির বলেন, আর্থিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংকিং খাত, বিমা ও বিভিন্ন করপোরেশনে অনিয়ম ও প্রভাব বিস্তারের কারণে অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল হচ্ছে। এরই মধ্যে পুঁজিবাজার সংকটে রয়েছে, আর ব্যাংকিং খাতও ঝুঁকির মুখে পড়লে দেশের অর্থনীতি আরও বড় বিপদের সম্মুখীন হবে। বাজেট প্রস্তাবনার লক্ষ্য সম্পর্কে শফিকুর রহমান বলেন, এটি কোনো দলীয় বাজেট নয়। দেশের ১৮ থেকে ২০ কোটি মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখেই প্রস্তাবনা তৈরি করা হচ্ছে। সরকার চাইলে এখান থেকে ইতিবাচক বিষয় নিতে পারে। তবে এর বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

বিচারে বিলম্বের ব্যাখ্যা চেয়ে হবিগঞ্জের বিচারককে হাইকোর্টে তলব

প্রায় পাঁচ বছরেও একটি ধর্ষণ ও হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম শেষ না করায় হবিগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩-এর বিচারক সৈয়দা মিনহাজ উম মুনীরাকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। আগামী ২৩ জুন ওই বিচারককে সশরীরে হাজির হয়ে মামলার বিচারকাজে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (৯ জুন) আসামি গোলাম হোসেনের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি কে এম ইমরুল কায়েশ ও বিচারপতি সগীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মহসিন কবির গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

যার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বারবার বৃদ্ধি হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

বারবার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ব্যয় বৃদ্ধিতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি যার জন্য হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার সচিবালয় কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৩ হাজার ৮৯০ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ৩ হাজার ৮১০ কোটি ৬২ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৮০ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয় কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। একনেক সভায় খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের তৃতীয় সংশোধনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। বারবার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। যে কারণে প্রকল্পটি অনুমোদন না দিয়ে একনেক সভা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কার কারণে প্রকল্পটিতে বারবার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একনেক সভায় প্রকল্পের খরচ কমানোর

নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া প্রকল্পের অধিকাংশ খরচ বা ব্যয় অস্বাভাবিক বলে মত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এলজিইডি-পিডাব্লিউডিসহ সব বিভাগের রেট শিডিউল এক না হওয়ায় বিরক্ত প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ জন্য দ্রুত সময়ে রেট শিডিউল একীভূত করার তাগিদ দিয়েছেন তিনি। একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একসময় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অনেক গাছ ছিল, যা দেখে ভালো লাগত। ঢাকা-বগুড়া সড়কেও গাছ নেই। সড়কের পাশে যেন ইউক্লিপটাস-ইপিলি-ইপিল গাছ না লাগানো হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

স্কুল ফিডিংয়ে 'পচা' খাবার সরবরাহ, গ্রেপ্তার ২

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলমান স্কুল ফিডিং বা মিড ডে মিল প্রকল্পে 'পচা' খাবার সরবরাহে জড়িত থাকায় মাদারীপুরে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা হলেন এ এফ এম আহসানুল হাবিব ও মো. নুরুজ্জামান। তারা সমতা ট্রেডার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে স্কুল ফিডিং প্রকল্পের খাবার সরবরাহ কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মঙ্গলবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। হাবিব ও নুরুজ্জামানকে মাদারীপুর পৌরসভার চাঁদমারী এলাকা থেকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাদারীপুর সদর মডেল থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, 'হাবিব ও নুরুজ্জামান সমতা ট্রেডার্স নামে ওই প্রতিষ্ঠানের অপারেশন ম্যানেজার। একটি স্কুল ফিডিং প্রকল্পে পচা খাবার সরবরাহের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন স্কুলটির প্রধান শিক্ষক।' হাবিব ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার ও নুরুজ্জামান বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তদন্তে নষ্ট ও খাবার অযোগ্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের ঘটনায় তাদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কিছুদিন আগে মাদারীপুর সদর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার কয়েকটি স্কুলে মিড ডে মিলের খাবার খেয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়। এরপর সরকার এ বিষয়ে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এ বিষয়ে সিভিল সার্জনকে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠনের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মাদারীপুরের জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন। তিনি অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ারও অনুরোধ জানান। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

সবার কথা মাথায় রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে: অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানিয়েছেন, দেশের প্রত্যেকটি মানুষের কথা মাথায় রেখে এবারের বাজেট দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যেও দেশের প্রত্যেক নাগরিককে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। কাউকে বাইরে রাখা হবে না। তাদের সুবিধা-অসুবিধা এবং জীবনযাত্রার মানের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।' মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির বিষয়টি কীভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে—এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'সীমিত সম্পদের তুলনায় বাজেটে সবার সুখ-দুঃখের কথা বিবেচনা করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, নতুন নির্বাচিত সরকার আগামী বৃহস্পতিবার জাতীয় বাজেট দিতে যাচ্ছে। প্রথম বাজেটেই বিএনপি সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রায় ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের বড় বাজেট ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। তবে অর্থের সংস্থানকে বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে খোদ অর্থ মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এক পর্যালোচনায় আরও কিছু চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করা হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আগের বছরের চেয়ে সাত হাজার কোটি টাকা কমিয়ে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বাজেট দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। সেই হিসাবে ২০২৬–২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রায় ১৯ শতাংশ বেশি হতে যাচ্ছে। এর আগে সাধারণত বাজেটের আকার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হারে বাড়ানো হতো। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, রাজনৈতিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার দ্রুত বাস্তবায়নের চাপ থেকেই বাজেটের আকার বড় হচ্ছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

অপচয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অপচয় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনি দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করে কীভাবে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার পথ দেখাচ্ছেন। তার কয়েকটি পদক্ষেপ জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সর্বশেষ উদাহরণ হলো, সরকারি অর্থের অপচয় না করে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার কারণে এক দিকে যেমন টি স্পোর্টস, বিটিভি ও সময় টিভি বিশ্বকাপের খেলাগুলো সরাসরি সম্প্রচার করবে। তেমন রাষ্ট্রের প্রায় দেড় শ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। সিঙ্গাপুরের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান 'স্প্রিংবক প্রাইভেট লিমিটেড' শুরুতে ফিফার কাছ থেকে এ সম্প্রচারস্বত্ব কিনে নিয়েছিল। তারা বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোর কাছে ১৫১ কোটি টাকায় বিক্রির প্রস্তাব দেয়। কর, ভ্যাটসহ যার মোট মূল্য দাঁড়াত প্রায় ২০০ কোটি টাকা। চড়া মূল্যের কারণে কোনো চ্যানেল

এটি কিনতে রাজি হয়নি। এ সময় বাংলাদেশ বিশ্বকাপ দেখাতে পারবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সরকার জনগণের বিপুল অর্থ এভাবে অপচয় না করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ যখন স্প্রিংবকের কাছ থেকে বিশ্বকাপ সম্প্রচার কিনতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়, তখন প্রতিষ্ঠানটি বাধ্য হয়ে খেলার স্বত্ব ফিফাকে ফেরত দেয়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাফুফে সভাপতি ও তথ্য মন্ত্রণালয় সরাসরি ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং গতবারের চেয়েও কম দামে বিশ্বকাপ সম্প্রচার করার স্বত্ব কিনে নেয়। বাংলাদেশের ফুটবল বিশ্বকাপ দেখাতে মোট খরচ হচ্ছে ৭২ কোটি ৭০ লাখ টাকা। আগের বারের চেয়ে এবার খরচ কমেছে ২৫ কোটি টাকা। অথচ এবার বিশ্বকাপের সম্প্রচার খরচ সবচেয়ে বেশি। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ সম্প্রচারের নামে এ দেশে রীতিমতো লুটপাট হয়েছিল। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচ দেখানো নিয়ে জটিল অবস্থা তৈরি হয়েছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ওই বছর খেলা দেখানোর সম্প্রচারস্বত্ব কিনেছিল তমা কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কম্পানি লিমিটেডের কাছ থেকে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এজন্য তমা কনস্ট্রাকশনকে দিতে হয় ৯৮ কোটি টাকা। যাদের এ ধরনের কাজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়া তমা কনস্ট্রাকশনের কাছ থেকে যাতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) এ প্রচারস্বত্ব কেনা যায়, এ-বিষয়ক প্রস্তাবে তখন নীতিগত অনুমোদন দিয়েছিল তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। আওয়ামী লীগ আমলে ঠিকাদারি কাজ বেশি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি তমা কনস্ট্রাকশন। তমা কনস্ট্রাকশনের মালিক আতাউর রহমান ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন (নোয়াখালী-২)। মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেন। তিনি নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন। এটাই বিগত তিন মাসে রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র পদক্ষেপ নয়।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, কোনো কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কয়েক গুণ খরচ বাড়ানো হয় শুধু দুর্নীতির জন্য। এভাবেই জনগণের অর্থ অপচয় হয়েছে। ইউনূস সরকারের আমলে এ দুর্নীতি বন্ধ হয়নি বরং আরো বাড়ে। বিদেশ সফরের নামে ইউনূস কোটি কোটি টাকার অপচয় করেছেন। এ সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ রীতিমতো হরিলুট হয়েছে। সম্প্রতি কুমিল্লা জেলা পরিষদের প্রশাসক মোস্তাক মিয়া অভিযোগ করেছেন, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও হাসনাত আবদুল্লাহ তৎকালীন জেলা পরিষদের মাধ্যমে নিজেদের দুই উপজেলায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে তার জেলার অন্য ১২ উপজেলার সঙ্গে বৈষম্য করেছেন। উল্লিখিত তহবিলের টাকা ছাড়াও তারা দুজন তাদের এলাকার বিভিন্ন প্রকল্পের নামে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আরো অনেক বড় বড় বরাদ্দ এনেছেন বলে দাবি করেছেন মোস্তাক মিয়া। এভাবেই বিগত বছরগুলোতে দুর্নীতি ও অপচয় হয়েছে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। আশার কথা, প্রধানমন্ত্রী এসব দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন। শুধু নীতি গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, নজির স্থাপন করে তিনি সবাইকে দুর্নীতিমুক্ত থাকার বার্তা দিচ্ছেন। দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ হলে দেশের অর্থনীতির রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে বটে, কিন্তু অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে হলে দেশের বেসরকারি খাতকে বাঁচাতে হবে। ইউনূস সরকারের দেড় বছরে বেসরকারি খাতের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে বেসরকারি খাত ধ্বংসের মিশনে নেমেছিলেন ইউনূস এবং তার বাহিনী। বাংলাদেশের বেসরকারি খাত এখন মনোবলহীন, হতাশ। তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। অনেকেই উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত। ২০০৭ সালে এক-এগারোর সময় যেভাবে বেসরকারি খাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ফখরুদ্দীন-মইন সরকার, শীর্ষ দুর্নীতিবাজের তালিকা প্রকাশ করে বেসরকারি খাতকে বিকলাঙ্গে পরিণত করেছিল। সেই একই ধারায় ইউনূস সরকার এক-এগারোর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার মিশনে নেমেছিল। ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ, বিদেশভ্রমণে বাধা দিয়ে ইউনূস সরকার বেসরকারি খাতে এক ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কলকারখানায় মব সন্ত্রাস, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নির্বিচার হামলা, অগ্নিসংযোগ করে দেশের অর্থনীতি কুড়ি বছর পিছিয়ে দিয়েছে ইউনূস সরকার। ইউনূস আমলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বেসরকারি উদ্যোক্তারা কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। অর্থ পাচারের অসত্য গল্প বানিয়ে মিডিয়া ট্রায়াল করা হয় বহু স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, ১১ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের কল্পিত অভিযোগ এনে নজিরবিহীন হয়রানি। কীসের ভিত্তিতে কোনোরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এই ১১ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পাচারকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হলো? কেন তাদের সীমাহীন হয়রানি করা হলো? এর ফলে দেশের সব বড় ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তার মধ্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গত দেড় বছর সোশ্যাল মিডিয়া যেন সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে। তারা বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অবিরাম অপপ্রচারে লিপ্ত। এদের কুৎসিত আক্রমণের শিকার হয়ে অনেকেই নিজেদের কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া এখন সরকারের জন্য হুমকি। তারা যা খুশি বলছে। মানুষের চরিত্রহননের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ফেসবুক এবং ইউটিউবকে। এসব মাধ্যম ব্যবহার করে চলছে চাঁদাবাজি এবং ব্ল্যাকমেল। সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ না করলে বেসরকারি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতি হবে দেশের অর্থনীতির। শুধু অর্থনীতি নয়, সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেশ পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় এবং সাহসী পদক্ষেপ প্রয়োজন।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। আগামী বৃহস্পতিবার নতুন সরকার প্রথম বাজেট পেশ করবে। এখন দেশ বাঁচাতে, গণতন্ত্র রক্ষায় অর্থনীতি বাঁচাতে হবে। অর্থনীতি বাঁচাতে হলে দরকার বেসরকারি খাত সচল করা। এজন্য

অবিলম্বে বেসরকারি খাতের ওপর ইউনূস আমলের সব অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। সব বেসরকারি উদ্যোক্তাকে আস্থায় আনতে হবে। তাদের জন্য সৃষ্টি করতে হবে ভয়হীন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ। ভয়-আতঙ্কের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব নয়, সম্ভব নয় ব্যবসা পরিচালনা। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের অর্থনীতি সচল হবে না। প্রধানমন্ত্রী মাত্র তিন মাসের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রমাণ করেছেন, দেশকে এগিয়ে নিতে তিনি বদ্ধপরিকর। যেভাবে তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করে দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করছেন, সেভাবেই বেসরকারি খাত পুনরুদ্ধারে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। যেভাবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের ক্ষতগুলো সারানোর চেষ্টা করছেন, সেভাবেই ইউনূস সরকারের স্বেচ্ছাচারিতায় মুমূর্ষু বেসরকারি খাতকে সুস্থ করে তোলার উদ্যোগ নেবেন, এটাই সবার প্রত্যাশা। প্রতিচ্ছবি।'' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৬.২০২৬ আসাদ)

শান্তিরক্ষীরা অত্যন্ত সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন: প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি অনন্য উদ্যোগ'' বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন,''সংঘাত, সহিংসতা ও মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে শান্তিরক্ষীরা অত্যন্ত সাহস, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষে আমি বিশ্বের সকল শান্তিরক্ষীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গভীর শ্রদ্ধা জানাই।' ' আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে আজ মঙ্গলবার এক বাণীতে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব সাহসী শান্তিরক্ষী আত্মত্যাগ করেছেন, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের অবদান স্মরণ করছি। তাদের এই আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শান্তিরক্ষী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।'' ''বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। আমাদের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে'', যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। তারেক রহমান বলেন, ''বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীরাও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দক্ষতা, নেতৃত্ব ও পেশাগত সক্ষমতার মাধ্যমে তারা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছেন। এটি নারীর ক্ষমতায়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।'' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৬.২০২৬ আসাদ)

সব বিষয়ে ইসলামের দোহাই দেওয়া মোটেও সমীচীন নয়।: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ এবং ব্যাংকটির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। মঙ্গলবার সংসদ অধিবেশনে ইসলামী ব্যাংকের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের অভিযোগের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ইসলামী ব্যাংক ইসলাম নয়, মির্জা ফখরুল ইসলামও ইসলাম নয়, আবার জামায়াতে ইসলামীও ইসলাম নয়।' তিনি আরও যোগ করেন, সব বিষয়ে ইসলামের দোহাই দেওয়া মোটেও সমীচীন নয়। ব্যাংকটিতে চলমান আন্দোলনের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ব্যাংকের বৈধ গ্রাহকদের কোনো সমস্যা হবে না এবং নিয়মানুযায়ী তাদের মালিকানা নিশ্চিত করা হবে। তবে তিনি অভিযোগ করেন, পর্দার আড়ালে থেকে ব্যাংকটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নামে আন্দোলন চালানো হচ্ছে। এসব আন্দোলন করে বেশি দূর এগোনো যাবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পর্ষদ সদস্যদের নিয়োগ বা অব্যাহতির বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময় পর্ষদকে অব্যাহতি দিতে পারে। যদি এই প্রক্রিয়ায় কোনো প্রশ্ন তুলতে হয়, তবে আগে আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে আসতে হবে।পাশাপাশি, নাবিল গ্রুপসহ যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত দেয়নি, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে বলেও তিনি জানান। একই সঙ্গে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৯ হাজার কর্মীকে চাকরিচ্যুত করার বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত দেন মন্ত্রী। এর আগে সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের অভিযোগ করেন, এস আলম গ্রুপ অতীতে ২৬টি ভুয়া কোম্পানি গঠন করে ইসলামী ব্যাংক থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা সরিয়েছে। সরকার আবারও ব্যাংকটিতে বিতর্কিত ব্যক্তিদের বসিয়ে জনগণের টাকা লুটপাটের নতুন ব্যবস্থা করেছে বলে তিনি দাবি করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৬.২০২৬ আসাদ)

পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করতে সংস্কার কার্যক্রম চলছে: অর্থমন্ত্রী

দেশীয় মূলধন সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রক সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। মঙ্গলবার সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে কুড়িগ্রাম-২ আসনের জাতীয় নাগরিক পার্টির সংসদ সদস্য আতিকুর রহমান মুজাহিদের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।অর্থমন্ত্রী বলেন, 'পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এর কার্যকর অবদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।'

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী স্বীকার করেন যে বর্তমানে দেশের পুঁজিবাজার দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। বাজারের বিকাশ ও সম্প্রসারণে সহায়ক বেশ কয়েকটি আর্থিক পণ্য এখনো পুরোপুরি বিকশিত হয়নি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। চলমান উদ্যোগের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, বাজার তদারকি ও কার্যকারিতা বাড়াতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিশনে অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও চলমান সংস্কার কার্যক্রমের ফলে আগামী দিনে পুঁজিবাজারে নতুন গতি সঞ্চার হবে এবং এর মাধ্যমে জনগণের সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তরের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পুঁজিবাজারকে একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য অর্থায়নের উৎস হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৬.২০২৬ আসাদ)

সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১০১ শয্যায় উন্নীত করবে সরকার: ডা. জাহেদ

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত চিকিৎসা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান সকল ৩১ ও ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০১ শয্যায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সাপ্তাহিক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। স্বাস্থ্য খাতসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিগত সপ্তাহের মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরেন তিনি। সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা জানান, বর্তমানে সারাদেশে মাত্র ৮টি উপজেলায় ১০০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু রয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্যসেবার পরিধি ও মান বাড়াতে এর বাইরে থাকা দেশের বাকি সকল ৩১ শয্যা ও ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০১ শয্যায় উন্নীত করার কাজ হাতে নিয়েছে সরকার। তিনি জানান, জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত জরুরি স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে দেশীয় প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎচালিত অ্যাম্বুলেন্স তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কারিগরি সহায়তায় এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো তৈরি করা হবে। গত ৬ জুন প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রাথমিকভাবে একটি উপজেলাকে মডেল হিসেবে ধরে এই প্রকল্পের কাজ শুরুর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৬.২০২৬ আসাদ)

২১ বছর পর ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল বাংলাদেশ

ওয়ানডে ক্রিকেটে ২১ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটল। দুই দশকেরও বেশি সময় পর পরাশক্তি অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর নতুন এক মহাকাব্য লিখল বাংলাদেশ। চার বছর পর জাতীয় দলে ফিরে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের অতিমানবীয় অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং বোলারদের আগুনে বোলিংয়ে মিরপুরের শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে অজিদের ৮৬ রানে হারিয়েছে টাইগাররা। ওয়ানডেতে ২২ বারের দেখায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়, যার প্রথমটি এসেছিল সেই ২০০৫ সালে কার্ডিফের মাটিতে। আজ মঙ্গলবার মিরপুরে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৮৪ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি গড়ে বাংলাদেশ। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ৪২.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯১ রান তোলার পর মিরপুরের আকাশে বৃষ্টি নামে। এরপর খেলা আর মাঠে না গড়ালে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে ৮৬ রানের ঐতিহাসিক জয় পায় বাংলাদেশ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৬.২০২৬ আসাদ)

রাশিয়ায় ১ লাখ কর্মী পাঠানোর প্রস্তাব বাংলাদেশের, মস্কোর সম্মতি

বাংলাদেশ থেকে আগামী বছরের মধ্যে জনশক্তি রপ্তানি ১ লাখে উন্নীত করার বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে রাশিয়া। মঙ্গলবার (৯ জুন) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশি রাশিয়ায় কাজ করছেন। সেখানে জনশক্তি রপ্তানি ১ লাখে উন্নীত করার বিষয়ে রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হলে তারা দ্রুত এ বিষয়ে কাজ করতে সম্মত হয়। উভয়পক্ষ শিগগিরই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরের অংশগ্রহণে একটি উচ্চপর্যায়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল মস্কো সফর করেন। সফরকালে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজনৈতিক সম্পর্ক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জ্বালানি সহযোগিতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সম্মানে এক মধ্যাহ্নভোজ আয়োজন করেন। মধ্যাহ্নভোজে দুই দেশের প্রতিনিধিরা অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন। বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যকার দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। উভয়পক্ষই এই সম্পর্ককে আগামী দিনে আরো শক্তিশালী, গতিশীল ও ফলপ্রসূ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গত সাত বছরের মধ্যে এই প্রথম বাংলাদেশ থেকে এত উচ্চপর্যায়ের কোনো প্রতিনিধিদলকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই সফর বাংলাদেশ-রাশিয়া সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, পারস্পরিক আস্থা এবং

দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরো সুদৃঢ় করার অভিন্ন আগ্রহের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ এলিনা)

একনেকে ১০ প্রকল্প অনুমোদন, বাদ চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বর্তমান সরকারের চতুর্থ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় তিন হাজার ৮৯০ কোটি টাকা ব্যয়ের মোট ১০টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে বহুল আলোচিত ও সম্ভাব্য তালিকায় থাকা 'চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল' প্রকল্পটি সভায় অনুমোদন পায়নি। মঙ্গলবার (৯ জুন) দুপুরে সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এই একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নতুন ও সংশোধিত মিলিয়ে এই প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আজকের সভায় মোট ১২টি প্রকল্প উপস্থাপনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১০টি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটি এবং পানিসম্পদ, ভূমি, পল্লী উন্নয়ন, সড়ক পরিবহন, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের একটি করে প্রকল্প রয়েছে।

অনুমোদিত ১০টি প্রকল্পগুলো হলো-

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং-পেকুয়া-বদরখালী-চকরিয়া (ঈদমনি) (আর-১৭০) আঞ্চলিক মহাসড়ক (কালাবিবির দিঘী থেকে ঈদমনি) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ' প্রকল্প। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট সম্প্রসারণ প্রকল্প-২' এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ঢাকা সিএমএইচ এ ক্যান্সার সেন্টার নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়) (প্রথম সংশোধন)' প্রকল্প। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি প্রকল্প—'মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (এমইএমআইএস) সাপোর্ট (তৃতীয় সংশোধন)' এবং 'দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন (তৃতীয় সংশোধিত)' প্রকল্প। ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'সমন্বিত উপজেলা ভূমি কমপ্লেক্স নির্মাণ' প্রকল্প। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের 'ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবন নির্মাণ' প্রকল্প। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'বাংলাদেশের ৩৩টি জেলায় সার্কিট হাউজ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এ লিফট সংযোজন' প্রকল্প। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'বিদ্যমান গ্রিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতাবর্ধন (প্রথম সংশোধিত)' প্রকল্প। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'বরিশাল সেচ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন (প্রথম পর্যায়)' প্রকল্প। এদিন সভায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের চট্টগ্রামের আনোয়ারায় 'চীনা অর্থনৈতিক জোন স্থাপন' প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা অনুমোদন পায়নি।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৬.২০২৬ এলিনা)

BBC

EIGHT KILLED IN ISRAELI STRIKE ON TYRE: LEBANESE MEDIA

Eight people have died following an Israeli airstrike on Tyre, Lebanon's state-run National News Agency reports, citing the country's health ministry. In a statement, the agency says work is ongoing to clear the rubble while 32 people have sustained injuries.
(BBC News Web Page: 09/06/26, FARUK)

TALKS TO CONTINUE BETWEEN ISRAEL AND LEBANON: US AMBASSADOR

Israel and Lebanon are expected to engage in further negotiations in Washington "soon", even as a ceasefire between the two countries struggles to hold, according to the US Ambassador in Beirut Michel Issa. The last set of negotiations on 3 June culminated in the renewal of a ceasefire between Israel and Lebanon, attacks have continued to take place. Issa met Lebanon's President Joseph Aoun in Beirut on Monday, after which the US ambassador said negotiations would resume despite the latest military escalation, telling Aoun negotiations were on the "right track". Issa then told the press: "We have reached a point of no return - the ice is broken - and we will continue to help Lebanon emerge from its crisis." (BBC News Web Page: 09/06/26, FARUK)

TWO IRANIAN SERVICEMEN KILLED IN ISRAELI ATTACKS: REPORTS

Iranian outlets report two army air defence servicemen were killed during Monday's attacks by Israel. The funeral for Bahman Hosseini and Alireza Abiri will be held later on Tuesday in Tehran. According to reports , they were "carrying out their duties" when they were killed. This is the first report of army casualties since the attacks yesterday. Iranian outlets had reported about strikes on Tehran, among other cities.
(BBC News Web Page: 09/06/26, FARUK)

HEZBOLLAH CLAIMS IT TARGETED ISRAELI FORCES ADVANCING IN S. LEBANON

Hezbollah claims it fired rockets at advancing Israeli forces in southern Lebanon on Monday night. In an update on Telegram, Hezbollah claims Israeli forces were trying to advance from the town of Bayyada towards Bayt al-Sayyad, but were forced to retreat after "successive rocket barrages". Israel has not yet commented on any congratulation, but its military is

carrying out ground operations in southern Lebanon in what it says is an attempt to stop Hezbollah attacking northern Israel. (BBC News Web Page: 09/06/26, FARUK)

TICKETS FOR IRAN FANS REVOKED: FEDERATION

Iran's allocation of fan tickets for the group stage of the World Cup has been revoked just days before the start of the tournament, says the country's football federation. The World Cup, co-hosted by Canada, Mexico and the United States, begins on Thursday, with Iran scheduled to play New Zealand on 15 June and Belgium on 21 June - both in Los Angeles - before facing Egypt in Seattle on 26 June. Iran's governing body says Fifa regulations state each federation involved in the World Cup receives 8% of the tickets for each of their matches, to distribute to supporters. It added that it had already begun selling tickets but can no longer provide them to fans, some of whom have already made travel arrangements. (BBC News Web Page: 09/06/26, FARUK)

KENYAN POLICE FIRE AT PROTEST AGAINST EBOLA QUARANTINE PLAN

Police in Kenya have fired tear gas to break up a protest in the central town of Nanyuki against the construction of an Ebola quarantine centre for US citizens. Small groups of demonstrators, who were waving Kenyan flaggs, carrying placards and holding a coffin with the word "Ebola" written on the side, were demanding the plan be reversed. Last week, two people died after being shot as police dispersed similar protests. The US plan has sparked public concern about cross-border infection risks and the lack of transparency from the government about the treatment centre. Last month, the High Court said the opening of the facility should be halted after a rights group opened a case alleging it posed "grave and imminent risks" to public health. (BBC News Web Page: 09/06/26, FARUK)

ALL 24 INDIAN CREW RESCUED FROM TANKER SET ABLAZE OFF OMAN

All 24 Indian seafarers abroad a tanker that caught fire off the coast of Oman after being struck by US forces have been rescued and evacuated safely, Indian authorities said. Crew members of the unladen tanker had sent distress messages saying the vessel was on fire and sinking. Monday's incident is the latest involving commercial shipping in gulf waters, where the Iran war and US-led enforcement measures have sharply increased risks to maritime traffic. It comes against the backdrop of tensions involving Iran, the US and Israel, which have disrupted shipping routes and increased military activity in and around the Gulf of Oman and the Strait of Hormuz. (BBC News Web Page: 09/06/26, FARUK)

300 MIGRANTS BOUND FOR UK KIDNAPPED, THREATENED KIDNEY REMOVAL

More than 300 migrants heading to the UK last summer were kidnapped, tortured and threatened with forced organ removal, the BBC has learned. The young men, all from Iraqi Kurdistan, were captured in Libya by a militia who demanded a ransom of $5,000 from each of their families, and threatened to harvest the captives kidneys if payment was not made promptly. The former captives showed evidence of torture, and said they had been kept in cramped conditions, with nearly 180 people sharing a cell. At least one hostage is known to have died, and it is unclear how many remain captive. The militia was supposed to be guiding the migrants through Libya to the Mediterranean coast. However, a dispute over payment had broken out with the Iraqi Kurd people-smuggler, Noah Aaron, who had organized the migrants journey. Aaron is now serving a 10-year prison sentence in France for separate money laundering and smuggling offences.
(BBC News Web Page: 09/06/26, FARUK)

::THE END::